IFIC

# আমাদের কথা

## নিউজলেটার

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩


১১
শাখা-উপশাখার নিজস্ব সাফল্য

৮
আইএফআইসি হাইলাইটস্

১৩
ক্রিয়েটিভ কর্নার

৪০
পরিবারে যারা এলো

# পূর্বকথা

আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার ‘আমাদের কথা’-র জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই নিউজলেটারে ব্যাংকের অতীত অর্জন, বর্তমান কর্মধারা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার চৌম্বক অংশ প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এটাকে আইএফআইসি ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আইএফআইসি ব্যাংককে অধিকতর গ্রাহকমুখী, আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে গিয়ে শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক হিসেবে আমরা প্রতিবেশী হয়ে ছড়িয়ে গেছি সারা দেশে। নিউজলেটারের এই সংখ্যা প্রকাশের সময় আমাদের শাখা-উপশাখা ১৩১৬ পেরিয়ে গেছে। আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট ও সেবা এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কারণে আমরা ইতোমধ্যেই গ্রাহকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছি দেশজুড়ে। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ‘ম্যারিটোক্রেসি’ প্রবর্তন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যাংকিং ইকোসিস্টেমে আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ও গ্রহীতার জন্য সহজ ও নিরাপদ হয়েছে ব্যাংকিং সেবা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অটোমেশান ও ব্যাংকিং সফটওয়্যারে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সময়োপযোগী, গতিময় ও নিরাপদ ব্যাংকিং নিশ্চিত করছি আমরা। নিউজলেটারের বিভিন্ন লেখা, প্রতিবেদন ও বিবরণীতে এসব বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

এবার বিভিন্ন শাখা-উপশাখা থেকে আইএফআইসি ব্যাংক-কর্মীদের পাঠানো নিজস্ব সৃজনশীল লেখা দিয়ে এই প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে একটা অন্যরকম আনন্দের ব্যাপার যুক্ত হয়েছে। ব্যাংকিং প্রোডাক্ট ও সেবার গাণিতিক বিষয়ের সাথে আমাদের সহকর্মীদের পরিবারে জন্ম নেয়া নতুন মুখগুলোর ছবি আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছে আগের সংখ্যাতেও। আছে এবারও। তবে প্রচলিত ধারণায় নিরস ব্যাংকারদের যে এত সৃজনশীল প্রতিভা থাকতে পারে, তা সম্ভবত এ সংখ্যার জন্য লেখা প্রাপ্তির আগে চিন্তা করা কঠিন ছিল। কবিতা, গল্প ও স্মৃতিচারণমূলক অনুলেখা, এমনকি চিত্রাঙ্কনেও আমাদের সহকর্মীদের প্রতিভা প্রশংসার দাবি রাখে।

‘আইএফআইসি আমাদের কথা’-র এই সংখ্যাটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

IFIC
আমার চাই জমানো টাকায় দৈনিক হারে এফডিআরের মতো আকর্ষণীয় মুনাফা। চাই জরুরি প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা।
আমার চাই পেনশনের টাকা রোজ বাড়ুক
আমার চাই এক একাউন্টেই সেভিংস ও কারেন্ট একাউন্টের লেনদেন সুবিধা
ডেবিট কার্ড দিয়ে সারা দেশে যেকোনো ব্যাংকের ১৩ হাজারের বেশি এটিএম থেকে টাকা তুলতে চাই অনায়াসেই
দেশে ও বিদেশে ক্রেডিট কার্ডের উত্তম বিকল্প হিসেবে আমি চাই শুধু একটাই কার্ড
এমন সব চাওয়া পূরণ করতেই
সব পেশার, সব বয়সের, সবার জন্য
আইএফআইসি
আমার একাউন্ট
সুবিধা যেমনই চাই, হিসাব একটাই
১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫
IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

# ভেতরের পাতায়


৪ | চেয়ারম্যান-এর কথা

৬ | ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী-র কথা

৮ | আইএফআইসি হাইলাইটস্

১৩ | ক্রিয়েটিভ কর্নার

১৪ | গল্প ও স্মৃতিচারণ

২৪ | কবিতা

৩০ | ইভেন্টস্

৩৯ | যাদের হারিয়েছি

৪০ | পরিবারে যারা এলো

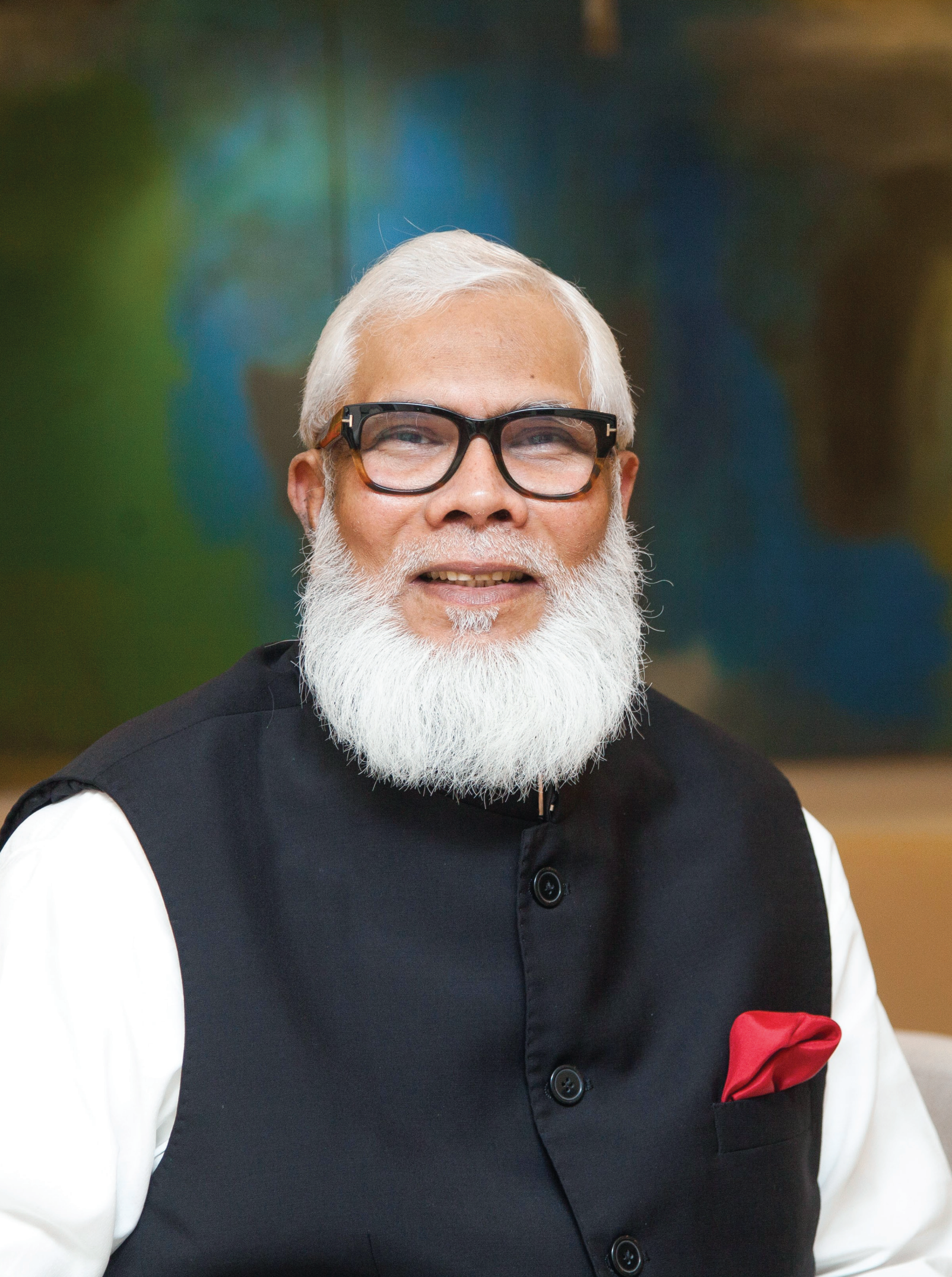

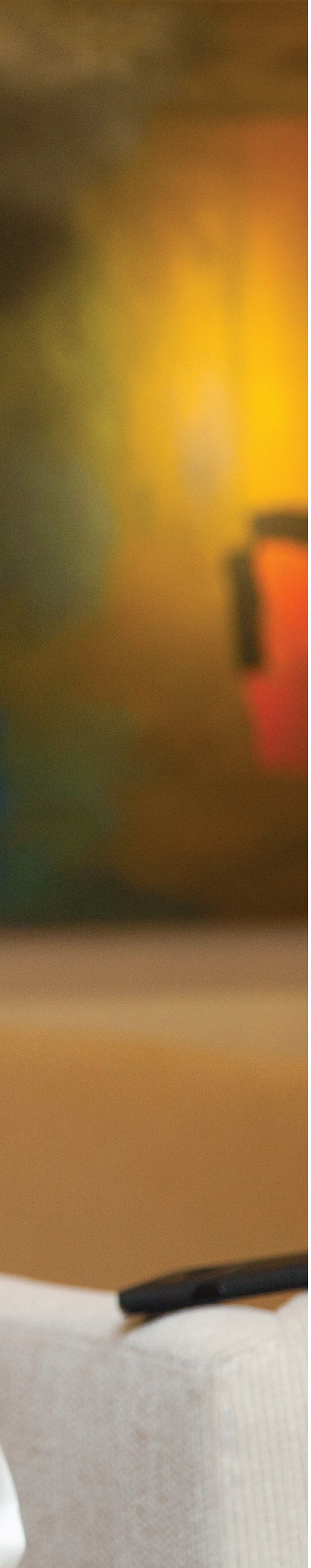

# চেয়ারম্যান-এর কথা

আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার 'আমাদের কথা' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের সংখ্যাতেও অতীতের মতোই সম্মানিত গ্রাহকদেরকে সাথে নিয়ে আমাদের অগ্রযাত্রার এক অনন্য প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রায় পাঁচ দশক ধরে আইএফআইসি ব্যাংকের অভ্যন্তরে সময়োপযোগী আধুনিকায়ন ও গ্রাহকবান্ধব ব্যাংকিং সংস্কৃতি আমাদের এগিয়ে চলার পাথেয় হয়েছে। গ্রাহকমুখী সেবা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং-এর মধ্য দিয়ে শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক হয়ে আইএফআইসি ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে আপামর মানুষের দোরগোড়ায়।

ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে ধাবমান অগ্রযাত্রায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংকও দেশের সাথে এগিয়ে চলেছে সমান গতিতে। ব্যাংকিং সেক্টরে আইএফআইসি'কে 'A Centre of Excellence' হিসেবে গড়ে তুলতে প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নের সাথে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় 'ম্যারিটোক্রেসি' প্রবর্তন, প্রশিক্ষণ ও কর্মীদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপগুলো সময়োপযোগী হয়েছে।

নিউজলেটার 'আমাদের কথা'-র এই সংখ্যায় ব্যাংকের কর্মীদের সৃজনশীল লেখা নিয়ে বড় একটা অংশ ছাপা হচ্ছে জেনে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত। ধরাবাঁধা জীবনের দেয়াল পেরিয়ে যারা মানবিক আবেগ ও অনুভূতির চর্চা করেন, তাদের পক্ষেই গ্রাহকদের প্রয়োজন বুঝে সর্বোত্তম সেবা দেওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি।

নিউজলেটার প্রকাশের এই ধারা অব্যাহত থাক- এই কামনা রইল।

সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।

**সালমান এফ রহমান** এমপি
চেয়ারম্যান

# ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী-র কথা

আইএফআইসি ব্যাংক-এর নিউজলেটার 'আমাদের কথা'-র জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ব্যাংকিং খাতে আইএফআইসি ব্যাংককে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে বিগত বছরগুলোতে আমরা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি এবং বর্তমান সময়ে আমরা আরও যেসব কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করছি, সেই বিষয়গুলোই আমি সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করতে চাই। 'দীর্ঘমেয়াদি টেকসই প্রবৃদ্ধি' ব্যবসার এই মডেলকে আত্মস্থ করেই আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আর এই মডেলকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা প্রতিষ্ঠানের সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য এনেছি, যুগোপযোগী সেবা ও ব্যতিক্রমধর্মী প্রোডাক্ট বাজারে এনেছি এবং প্রযুক্তি ও মানবসম্পদে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছি। সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ পর্যন্ত আমাদের

মোট গ্রাহক ১৩ লাখ, মোট আমানত ৪৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ও মোট ঋণ ৪০ হাজার কোটি টাকা। সব মিলিয়ে মোট আমানতের ৬৭ শতাংশই ব্যক্তি পর্যায়ের আমানতকারীদের। আমাদের একটি অন্যতম প্রোডাক্ট হচ্ছে 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট', যা ইতোমধ্যে গ্রাহকদের মধ্যে ও ব্যাংকিং খাতে আলোচিত ও সমাদৃত। সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ পর্যন্ত এই একাউন্টের স্থিতি ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা ব্যাংকের মোট স্থিতির ২৭% এবং একাউন্টের গ্রাহক সংখ্যা সাড়ে ৫ লাখ। আবাসন খাতে ঋণ প্রদানে আইএফআইসি ব্যাংক শীর্ষ অবস্থানে বিরাজ করছে। 'আইএফআইসি আমার বাড়ি' এমন একটি ভিন্নধর্মী প্রোডাক্ট, যা যেকোনো ধরনের গৃহ ঋণ চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ পর্যন্ত এই ঋণের স্থিতি ৯ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ২৩%। এই ঋণ সুবিধাটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধকি সম্পত্তি দ্বারা সুরক্ষিত। আমরা দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে তরান্বিত করার জন্য এনেছি 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট'। এছাড়াও আমাদের আছে সঞ্চয়ী স্কিম 'আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ'। 'আইএফআইসি সহজ ঋণ'-এর মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের কৃষি ও পল্লী ঋণ এবং সিএমএসএমই ঋণ চাহিদা পূরণ করছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কৃষি ও পল্লী ঋণ এবং সিএমএসএমই ঋণ প্রদানের যেসব লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেগুলোও আমরা প্রায় সবই পূরণ করছি। আমরা আমাদের সকল শাখা-উপশাখায় 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রবর্তনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মানকে আরও উন্নত করেছি, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা এক কাউন্টার থেকেই সকল ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

আমরা প্রতিবেশী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি, যার ফলে বর্তমানে ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের দিক থেকে আইএফআইসি ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংক। সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩ পর্যন্ত ১৮৭টি শাখা ও ১১২৯টি উপশাখা নিয়ে আমাদের মোট ব্যাংকিং আউটলেটের সংখ্যা ১৩১৬। এভাবেই নিজস্ব কর্মী দ্বারা পরিচালিত দেশব্যাপী বিস্তৃত শাখা-উপশাখার মাধ্যমে আমরা দেশের সকল স্তরের মানুষের ব্যাংকিং চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছি এবং আমি আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতি চার কোটি পরিবারের মধ্যে এক কোটি পরিবারকে আমাদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতে পারব। বর্তমানে প্রতি মাসে আমরা গড়ে ৩০ হাজার গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছি।

আমরা প্রযুক্তিতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছি, যার মাধ্যমে দেশজুড়ে শাখা-উপশাখা স্থাপনের খরচ কমিয়ে আনতে পেরেছি এবং গ্রাহকদের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ ও দ্রুত করেছি। আমরা ক্রমাগত প্রসেস রিইঞ্জিনিয়ারিং করে যাচ্ছি, যা ব্যাংক পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে প্রতিষ্ঠানটির মানবসম্পদ। আমরা একটি ম্যারিটোক্রেসি-ভিত্তিক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রণয়নে সক্ষম হয়েছি। কর্মীদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে আমরা ক্রমাগত কর্মসংস্থান তৈরি করে যাচ্ছি, যা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা বাংলাদেশি নারীদের একটি বড় অংশ এখনো ব্যাংকিংয়ের বাইরে অবস্থান করছে। অর্থনীতিতে অবদান রাখা এই নারীদেরকে ব্যাংকিং চ্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইএফআইসি ব্যাংক সারা দেশে বিস্তৃত তার শাখা-উপশাখার মাধ্যমে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের পুঁজিবাজারে ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ খুব বেশি নেই। এ ধরনের পণ্য না থাকার কারণে পুঁজিবাজার গতিশীল হতে পারছে না। ইকুইটি মার্কেট, ডেট মার্কেট ও ডিপোজিট মার্কেট-তিনটির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের নতুন একটি সেবা নিয়ে এসেছি, যার নাম 'আইএফআইসি আমার বন্ড'। আমরা বন্ড ইস্যুকারী ও বন্ডের ক্রেতার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করছি। আমরা খুব শীঘ্রই কনভেনশনাল ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি। সম্মানিত চেয়ারম্যান-সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের যুগোপযোগী নির্দেশনা ও সমর্থনের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একইসাথে আমার সহকর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের অবিরত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে আইএফআইসি ব্যাংককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

শাহ এ সারওয়ার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী
আইএফআইসি ব্যাংক

# আইএফআইসি ব্যাংক হাইলাইটস্

## শাখা-উপশাখা নিয়ে দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করার নিমিত্তে প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও অর্থনৈতিক সূচক মজবুত অবস্থানে রাখার প্রত্যয়ে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি ২০১৯ সালে ব্যাংকিং বুথ স্থাপনের যাত্রা শুরু করে, যা পরবর্তীতে উপশাখা নামে পরিবর্তিত হয়।

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, দেশের আনাচে-কানাচে তথা সর্বত্র ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং উপশাখা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২৩ জুন, ২০১৯ প্রতিবেশী ব্যাংকিং প্রজেক্টের যাত্রা শুরু হয়। একই বছরে মোট ৩৫টি উপশাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ২০২০ সালে ২৫০টি, ২০২১ সালে ৪৪৫টি, ২০২২ সালে ৩১৩টি উপশাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০২৩ সালে এখন পর্যন্ত আরো ১০২টি উপশাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে প্রত্যন্ত এলাকাসহ প্রতিটি জেলা উপজেলাতে এখন আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি-এর ১১২৯টি উপশাখা (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) এবং ১৮৭টি শাখা স্থাপন করা হয়েছে, যেটি বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যাংকিং স্থাপনার মাইলফলক অর্জন করেছে।

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি উপশাখা স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিবেশী হয়ে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছে। উল্লেখ্য, স্বল্প খরচে একটি উপশাখা স্থাপন করে পূর্ণাঙ্গ শাখার মতো সেবা প্রদান করে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উপশাখার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঞ্চয় সংগৃহীত করা সম্ভব হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে ব্যাংকের তারল্য ঘাটতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

## ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ ডিভিশন

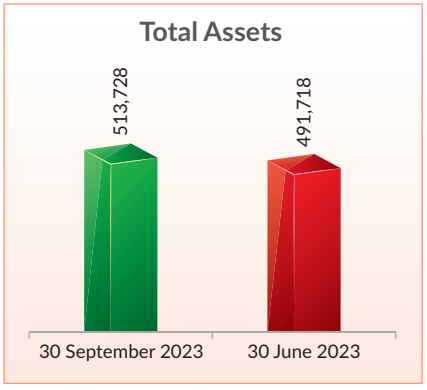

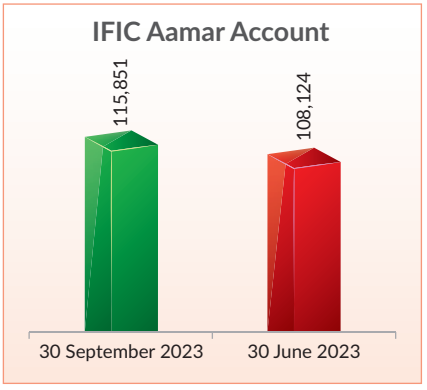


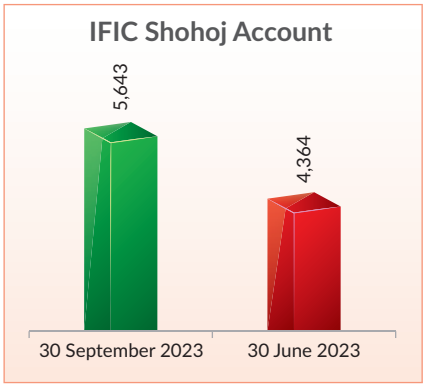


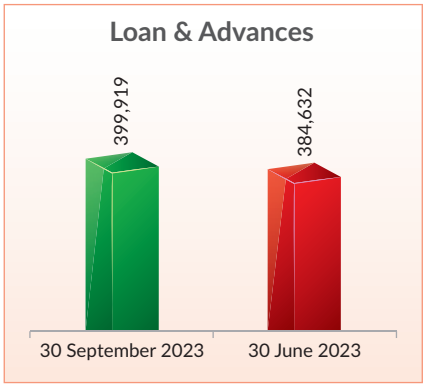


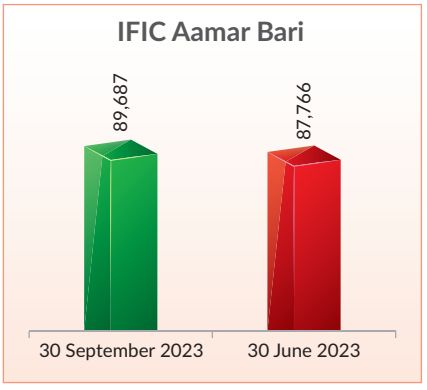

BDT in mln

| Particulars | 30 September 2023 | 30 June 2023 |
|---|---|---|
| Total Assets | 513,728 | 491,718 |
| Deposits | 434,149 | 408,570 |
| Loan & Advances | 399,919 | 384,632 |
| IFIC Aamar Account | 115,851 | 108,124 |
| IFIC Shohoj Account | 5,643 | 4,364 |
| IFIC Aamar Bari | 89,687 | 87,766 |

তৃতীয় প্রান্তিক শেষে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১৩,৭২৮ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত প্রান্তিকের তুলনায় ২২,০১০ মিলিয়ন টাকা বেশি। আমানতের পরিমাণ ২৫,৫৭৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে তৃতীয় প্রান্তিক শেষে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩৪,১৪৯ মিলিয়ন টাকা।

তৃতীয় প্রান্তিকে ব্যাংকের ফ্ল্যাগশিপ 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট' ডিপোজিট-এর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং ৭.১৫% বৃদ্ধি পেয়ে স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১১৫,৮৫১ মিলিয়ন টাকা। এছাড়াও 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট' ২৯.৩২% বৃদ্ধি পেয়ে স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৫,৬৪৩ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের আরেকটি ফ্ল্যাগশিপ 'আইএফআইসি আমার বাড়ি' দ্বিতীয় প্রান্তিকের তুলনায় ২.১৯% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮৯,৬৮৭ মিলিয়ন টাকা।

# মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

- নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা : ২৪৬ জন
- পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৭৬ জন

**জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩**

| Grade | Count of Employee |
|---|---|
| DMD | 1 |
| SEVP | 1 |
| EVP | 1 |
| FVP | 1 |
| VP | 2 |
| SAVP | 1 |
| FAVP | 3 |
| AVP | 5 |

| Grade | Count of Employee |
|---|---|
| SPO | 11 |
| PO | 14 |
| SO | 8 |
| OFF | 13 |
| JO | 19 |
| ASO | 96 |
| **Total** | **176** |

# হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট

আইএফআইসি ব্যাংকের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন ও ট্রেইনিং ইন্সটিটিউটের যৌথ উদ্যোগে বছরব্যাপী কোর ব্যাংকিং ও উৎকর্ষমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। এর অংশ হিসেবে বেসিক'স অব ব্যাংকিং, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট, ট্রেড প্রসেসিং, কোর এম্পাওয়ারমেন্ট, টিম বিল্ডিং ও লিডারশিপ, ইফেকটিভ ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট, লিডিং টিম, ডিপ চেঞ্জ-সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক'স, আইসিসি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, মালয়েশিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, সিঙ্গাপুর ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেস (আইএসবি), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, পুনে-সহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এরই অংশ হিসেবে গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসে কোর ব্যাংকিং প্রশিক্ষণের আওতায় ৪২৮১ জন কর্মী এবং উৎকর্ষমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় ২৬৭ জন কর্মী সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

## ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার, শ্রীমঙ্গল ও সাভার-সহ বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং প্রদান

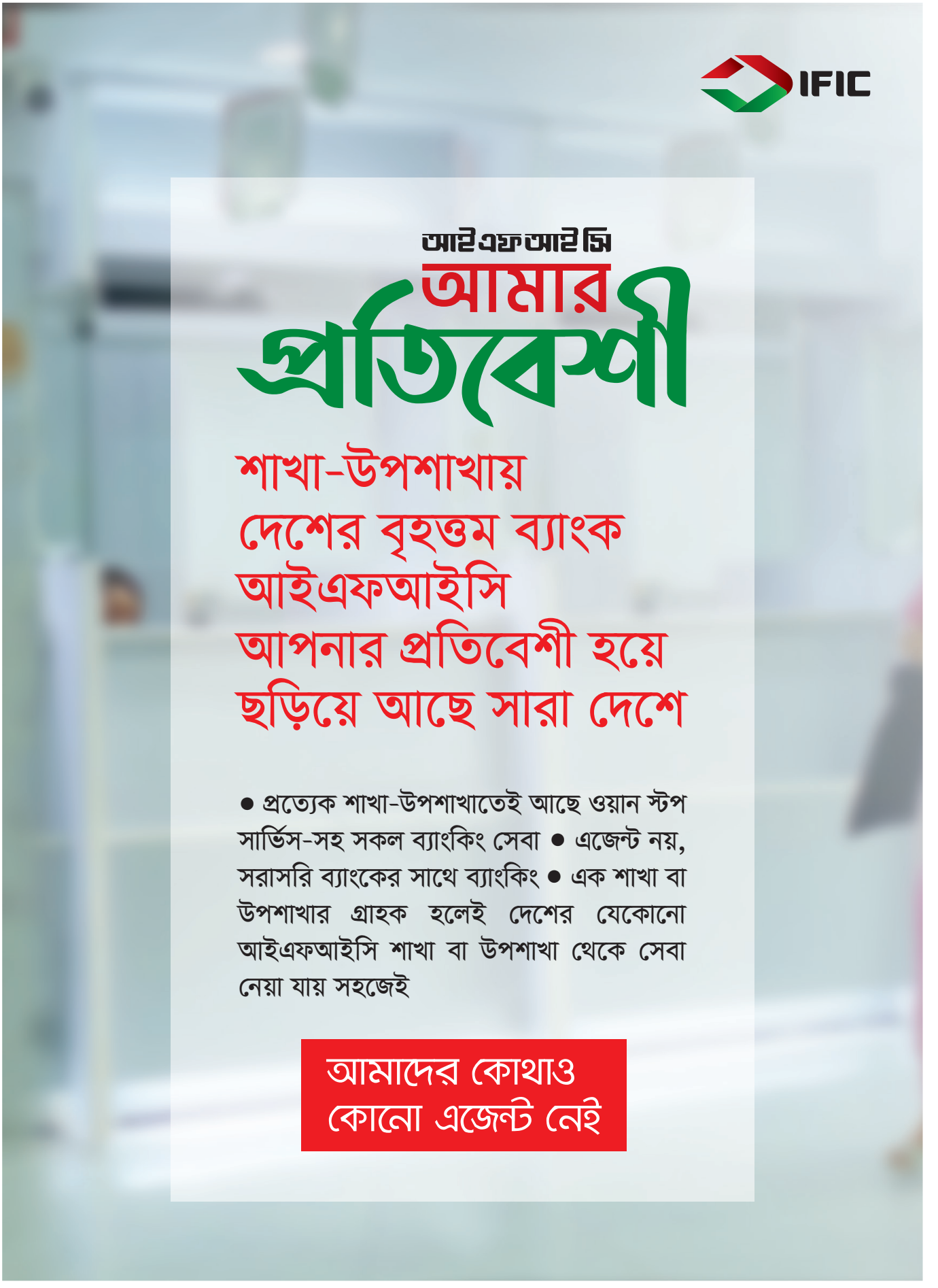

IFIC
আইএফআইসি
আমার
প্রতিবেশী
শাখা-উপশাখায়
দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি
আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে
● প্রত্যেক শাখা-উপশাখাতেই আছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-সহ সকল ব্যাংকিং সেবা ● এজেন্ট নয়, সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং ● এক শাখা বা উপশাখার গ্রাহক হলেই দেশের যেকোনো আইএফআইসি শাখা বা উপশাখা থেকে সেবা নেয়া যায় সহজেই
আমাদের কোথাও
কোনো এজেন্ট নেই

IFIC

খুঁজে পেয়েছি পথ
বুঝে নিয়েছি জীবন

আইএফআইসি পাশে থেকে নিশ্চিত করেছে
আমার আর্থিক স্বাধীনতা।
আমি এখন এগিয়ে যাচ্ছি নিজের মতো করে।

নারীর অগ্রযাত্রায় আইএফআইসি

জীবন সাজায় : • 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট'- কারেন্ট ও সেভিংস একাউন্টের লেনদেন সুবিধা এবং এফডিআর-এর মতো আকর্ষণীয় মুনাফা • 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট'- মাত্র ১০ টাকায় একাউন্ট খোলা যায় • 'আইএফআইসি আমার সুবর্ণগ্রাম'- উদ্যোক্তা নারীদের জন্য ঋণ সুবিধা • 'আইএফআইসি আমার বাড়ি'- দেশের সর্বাধিক বিতরণকৃত হোম লোন • 'আইএফআইসি সহজ ঋণ'- স্বল্প আয়ের নারীদের জন্য • 'আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ'- নারীর স্বপ্নপূরণে বিশেষ ধরনের ডিপোজিট স্কিম

সময় বাঁচায় : • সারা দেশে, সবার পাশে ১৩৩০+ শাখা-উপশাখা নিয়ে প্রতিবেশী হয়ে আছে আইএফআইসি ব্যাংক • ওয়ান স্টপ ব্যাংকিং সার্ভিস

সহজ করে : • প্রিয়জনের পাঠানো রেমিট্যান্স আসে বাড়ির পাশেই • দেশজুড়ে ১৩ হাজারের বেশি এটিএম থেকে টাকা তোলা যায় অনায়াসে • নগদ ও বিকাশের সাথে সহজেই লেনদেন • অনলাইন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বিশেষ ফ্রিল্যান্সার একাউন্ট • আর্থিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণে রয়েছে বিশেষ কর্মসূচি

▶ বিস্তারিত জানতে : ১৬২৫৫

# ক্রিয়েটিভ কর্নার

## রং-তুলির গল্প

**সাবিনা ইয়াসমিন**
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫২৫০
নিকেতন বাজার উপশাখা

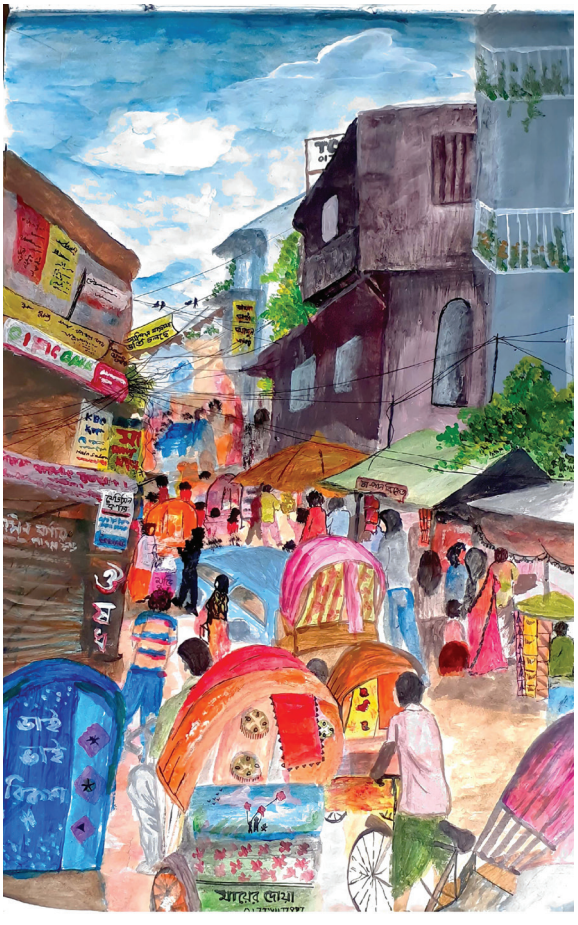

আইএফআইসি-তে
## আমার পথ চলা

**আবদুল্লাহ আল নোমান**

টি.এস.ও. ব্যাচ ৪৫। গ্র্যাজুয়েশনের পর এটাই আমার প্রথম চাকরি। বর্তমানে কর্মরত ইউনিভার্সিটির এক বন্ধুর কাছ থেকে আইএফআইসি ব্যাংকের কথা শুনি। তার কাছ থেকে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার ও ব্যাংকারদের লাইফস্টাইল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর ভালো লেগে যায়। সার্কুলার পাওয়া মাত্র আবেদন করে ফেলি। আল্লাহর রহমতে চাকরিটা আমি পেয়ে যাই। প্রথম পোস্টিং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাঞ্চে। ১৯৮৬ সালে স্থাপিত, বেশ পুরানো এবং স্বনামধন্য একটা ব্রাঞ্চ। কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়াশোনা শেষ করে ব্যাংকে জয়েন করার পর ভাবতাম- এটা তো আরেক জগৎ! এখানে কি আমি বাকিদের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারব? আমি কি এখানে সার্ভাইভ করতে পারব?

অনুভূতি- জয়েন করার প্রথম দিন সাময়িক অপেক্ষার পর শ্রদ্ধেয় ম্যানেজার ম্যাডাম কুলসুম বেগমের সাথে দেখা। প্রথম দিনই জয়েনিং লেটার ছাড়া চলে যাই, যা কিনা বকা খাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ম্যানেজার ম্যাডাম কোনো রকম বকা-ঝকা ছাড়াই সুন্দরভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে দিলেন, কীভাবে কী করতে হবে। কিছুক্ষণ পর সবার সাথে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সব মিলিয়ে পরিবেশটা ভালোই লাগছিল। জয়েনিংয়ের তৃতীয় দিন থেকেই একটা কাউন্টারে বসিয়ে দিল। কাউন্টারে বসার অনুভূতিটাই ছিল অন্যরকম, কেমন জানি একটা ভালোলাগা কাজ করছিল। মুহূর্তের মধ্যেই ছোটবেলা থেকে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত ছোট ছোট অনেকগুলো স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। যদিও মনে মনে কিছুটা ভয় অনুভব হচ্ছিল, কিন্তু ভালো লাগাটাই বেশি কাজ করছিল। ব্রাঞ্চের সবাই খুবই হেল্পফুল ছিল। পুরানো ও ব্যস্ত ব্রাঞ্চ হওয়ায় মোটামুটি সব ধরনের কাজই হতো এখানে। তাই খুব দ্রুত কাজগুলো শিখে নিচ্ছিলাম। দীর্ঘ ৯ মাস পর একটা উপশাখায় ট্রান্সফার হলো। মনটা কিছুটা খারাপ হলেও এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই আমাকে উপশাখায় চলে যেতে হলো। বিগত এক বছরে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ছোট-বড় অনেক স্মৃতিই তৈরি হয়েছে। দিনশেষে আমরা সবাই যেন একটা পরিবারের মতো ছিলাম। কাপ্তাই লেক ও টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণের কথা না বললেই নয়। সবাইকে ভালোভাবে জানতে পারা, একে অপরের প্রতি নমনীয়তা, ভালোবাসা, আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠা, ছোটখাটো বিষয়ে একে অপরকে সাপোর্ট করা, খেলাধুলা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, ১টা করে স্মরণীয় ঘটনার গল্প শোনা- সব মিলিয়ে অনেক মুগ্ধ হয়েছিলাম। আসলে ইচ্ছাশক্তিটাই হলো বড় বিষয়। ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হলে মানুষ যেকোনো কর্মেই থাকুক না কেন, আনন্দময় মুহূর্ত তার জীবনে আসবেই।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৩৪০
নন্দনপুর উপশাখা

# টক-ঝাল-মিষ্টি অভিজ্ঞতা

**আখতার হোসেন আজাদ**

আমার ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা বেশিদিনের নয়। হবেইবা কীভাবে! স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ফলাফল প্রকাশের ১২ দিন পরই আইএফআইসি ব্যাংকের টিএসও হিসেবে জয়েনিং লেটার পাই। প্রায় দেড় বছরে অর্জিত নানা বিচিত্র ও তিক্ত অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরছি।

কাউন্টারে ট্রানজ্যাকশন করা আমার নিয়মিত কাজের অংশ। প্রতিনিয়ত গ্রাহকের সাথে টাকা লেনদেন করতে হয়। লেনদেনকালে গ্রাহক প্রদত্ত তিন টুকরো কিংবা একদম পোড়া টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালে তখনই ঘটে বিপত্তি। অনেক গ্রাহক মনে করেন ব্যাংকে যেকোনো টুকরো-পোড়া-ড্যাম্প কিংবা যেকোনো প্রকার টাকা দিই না কেন; ব্যাংকে গেলেই সব চলবে। টুকরো নোটের বিনিময় পদ্ধতি গ্রাহককে বিস্তারিত বলা হলে তারা কখনোই এভাবে ছেঁড়া নোট বদলিয়ে নিতে রাজি হন না।

গ্রাহকের অর্থ গ্রহণের সময় কখনো জাল নোট পাওয়া গেলে অধিকাংশই জাল নোট অক্ষত অবস্থায় ফেরত চান। জাল নোট সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা সম্পর্কে জ্ঞাত করলে কেউ কেউ একদমই মানতে নারাজ। কেউ তো বলেই বসেন, এটি আমাকে ফেরত দিন। আমি যদি অন্য কোথাও এটি কোনোভাবে চালাতে পারি তাতে আপনাদের সমস্যা কোথায়? কখনো কখনো এসব বিষয় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পর্যন্ত গড়ায়।

বিপত্তি ঘটে আরেক সময়। কোনো কোনো গ্রাহক আছেন, যারা ১ লাখ টাকা জমা দেবার সময় ১টি ২০ টাকার রিং (১০০ পিস), ১টি ১০ টাকার রিং, ১টি ৫০ টাকার রিং, বাকিগুলো অন্যান্য নোট প্রদান করেন। একই গ্রাহক যখন ১০ লাখ টাকার চেক প্রদান করেন, তখন তিনি ১ হাজার টাকার রিং ছাড়া অন্য কোনো ব্যাংক নোট নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কোনো কোনো সময় সবগুলো নোট ১ হাজার টাকা দিতে না পারলে তিনি উত্তেজিত হয়ে ভিন্ন রকম ভঙ্গি প্রদর্শন করেন।

আবার গ্রাহক যখন বাহককে (বেয়ারার) চেক প্রদান করে ৫০ হাজার বা তার বেশি পরিমাণ টাকা তুলতে পাঠান, তখন উক্ত ব্যক্তির (বাহকের) ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র চাইলেই ঘটে বিপত্তি। কারো কারো ভাষায়, "অন্যান্য ব্যাংকে আমি লেনদেন করি। আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো কিছু দিতে হয়নি, আপনাদের কেন দিতে হবে? কী সব অবান্তর নিয়ম বলেন?"।

কখনো অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, তাকে দেখে মনে হবে যেন তিনি রেসলিং খেলার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন। (গ্রাহক বৃদ্ধি কিংবা ধরে রাখার অসুস্থ প্রতিযোগিতার জন্য কোনো কোনো ব্যাংক কর্মকর্তা হয়তো ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র নেবার বিষয়টি এড়িয়ে যান)

অনেক নম্রভাবে তাকে ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র সংরক্ষণের কারণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাবলি বুঝিয়ে তার জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে তা ভেরিফাই করে ফাইলে সংরক্ষণ করি এবং তাকে তার পরিচয়পত্র সংরক্ষণের ক্রমিক নম্বর প্রদান করি।

অনেক সময় কোনো কোনো ভদ্রমহিলা তাদের স্বামীকে চেক দিয়ে টাকা তুলতে পাঠান। পরিমাণ অধিক হলে হিসাবধারীকে ফোন করার সময় বাহকের চোখে মুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির ছাপ। একদিন ৭০ হাজার টাকার চেক নিয়ে এক ভদ্রলোক কাউন্টারে আসেন। স্বভাবতই আমি হিসাবধারীকে (তার স্ত্রীকে) ফোন করি। এতে তিনি রেগে গিয়ে বিশ্রী ভাষায় মন্তব্য করতে শুরু করলেন। কয়েকবার কল করার পরেও তার স্ত্রী ফোন রিসিভ করেননি। এতে তিনি আরও ক্ষীপ্ত হন। আমি তাকে শান্ত রাখার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার সাথে কথা বলতে শুরু করি। কিন্তু তিনি টাকা প্রদানের জন্য বারবার চাপ প্রদান করতেই থাকেন। ইতোমধ্যে হিসাবধারী (তার স্ত্রী) কল ব্যাক করেন। চেক দিয়ে কাউকে টাকা তুলতে পাঠিয়েছেন কি না জিজ্ঞাসা করলে তিনি টাকা প্রদান করতে নিষেধ করেন। জানান, গতরাতে তাদের ঝগড়া হয়েছে। এজন্য তার স্বামী তাকে না জানিয়ে তার চেক বই নিয়ে টাকা তুলতে গিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ম্যানেজার স্যারের সাথে পরামর্শ করলে তিনি উক্ত চেক রেখে ভদ্রমহিলাকে ব্যাংকে আসতে বলেন। ইতোমধ্যে উক্ত ব্যক্তি (ভদ্রমহিলার স্বামী) ওয়াশরুমে যাবার কথা বলে ব্যাংক থেকে সটকে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমহিলা ব্যাংকে এসে বিস্তারিত ঘটনা বলেন এবং তিনি উক্ত চেক নিজ হেফাজতে নেন।

ক্লিয়ারিংয়ের চেক নিয়েও অনেক সময় গ্রাহকের ভুল ধারণার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত কিংবা স্বল্প আয়ের গ্রাহকরা বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ (লোন) গ্রহণ করে থাকেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহককে বলে, আপনি এটি নিয়ে ব্যাংকে গেলেই আপনাকে টাকা দিয়ে দিবে। গ্রাহক সরল মনে কাউন্টারে সেই চেক প্রদান করে তাৎক্ষণিক টাকা চান। এমনও হয়েছে বৃহস্পতিবার প্রায় বেলা ১টার দিকে এসে ক্লিয়ারিংয়ের চেক প্রদান করে গ্রাহক টাকা চাচ্ছেন। তাকে যখন বলা হয়, "এমন ধরনের চেক পাসের আবেদন করার জন্য দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময় থাকে। তারপর সেইদিন বিকেলে টাকা অ্যাকাউন্টে আসে। যেহেতু আগামীকাল ও পরশু ব্যাংক বন্ধ (শুক্রবার ও শনিবার), তাই আপনার অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢুকবে রবিবার বিকেলের দিকে।" এটি তাকে কোনোক্রমেই বিশ্বাস করানো যায় না। কেউ কেউ তো আবার স্থানীয় ভাষায় বলেই ফেলেন যে, "আপনারা এই টাকা দুইদিন খাটাবেন, তাই আমাকে দিবেন না। আমরা সবই বুঝি।"

এবার আসি নতুন টাকা প্রসঙ্গে। ঈদে সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন টাকা ছাপিয়ে থাকে। চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল জোগানের ফলে স্বাভাবিকভাবেই সকল গ্রাহককে নতুন টাকা প্রদান করা সম্ভব হয় না। কিন্তু গ্রাহক কখনো বিশ্বাস করতে চান না যে ব্যাংকে নতুন টাকা নেই। কেউ কেউ আবার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আপনাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে নতুন টাকার গোডাউন দেওয়া যায়, আর আমাদের সামান্য একটা বান্ডিল দিতে পারেন না।" অথচ বাস্তবতা হলো গত দু'টি ঈদের কোনোটিতেই নতুন টাকার বান্ডিল আমি পাইনি।

আমাদের দেশের মানুষেরা অত্যন্ত সহজ সরল। কিন্তু তারা ব্যাংকিং সেক্টরকে বিশ্বাস করে। কিন্তু অসাধু ব্যক্তিদের থেকে আর্থিকভাবে প্রতারণা এড়াতে এবং তাদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা উচিত। যদিও আইএফআইসি ব্যাংক ইতোমধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচির

মতো সচেতনতামূলক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জনগণের মাঝে জাল নোট চিহ্নিতকরণ, ব্যাংক নোটসমূহের যত্নসহ সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অন্যান্য ব্যাংকগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। তবেই নাগরিকদের আর্থিক সচেতনতায় প্রতারণামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮১১৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা

## জাম্বুরা ফুল ও নির্বাণ

**মো. আরিফুল ইসলাম**

জাম্বুরা ফুলের ঘ্রাণভরা দুপুরগুলোকে টমেটো ভর্তার সাথে মাখামাখি করতে করতে বোরোর ধানক্ষেতে কাটানো জীবন অনেক ক্ষুধার তাড়নায় সংযুক্ত। এছাড়াও বিরাট পয়সা হলে, জীবন ও জগৎ জানলেও ক্ষুধা লাগে। উদরপূর্তির ক্ষুধাও থাকে, মননগত ক্ষুধাও থাকে। কড়া রোদের চৈত্র মাসে ঘরে ঘরে ভাতের অভাবের ক্ষুধার সাথে এইসব 'আইলনা' ক্ষুধার তুলনা চলে না। তাও তো ক্ষুধা। নৌটাঙ্কি মধ্যবিত্ত দাবি করে মানসিক পীড়নের চাইতে বড় পীড়ন কিছু হতে পারে না। আর অন্যদিকে নেংটা ভাষার অশ্লীল মজুর কয়, "আমার ক্ষুধা পেটের, তোমরা কী বুঝবা ভাতের কষ্ট!" এইসব হাবিজাবিযুক্ততার সাথে দিবস রজনি আমাদেরই তৈরি সামাজিকতায় চলতে থাকে।

ফাল্গুন নাকি বসন্তের মাস। শত শত রংবেরঙের ফুল আর পাতার আশ্চর্য সমারোহ। শিমুলের রক্তিম আভায় লুটায় জীবনের বৈধব্য সংগীত। কিংশুকের ভেতর মুখ লুকায় প্রজাপতিসম বিহঙ্গ কিংবা কৃষ্ণচূড়ার লালে মিশে থাকে গালফোলা তরুণীর আবেগি অভিমান।

জাম্বুরা ফুলের একটা ঘ্রাণ আছে। এই ঘ্রাণে দুনিয়া লুটায়ে পড়বে না। কারো সিংহাসনের নিচে কস্তুরী মৃগের মতো রাজদরবারের আতিথ্য গ্রহণ করে ছড়িয়ে পড়বে না উজিরের উন্নত নিউরনে। লেবুফুলের সুবাসও এখন ফ্রেশনারের কৌটায় বন্দি হয়। লেমন নাম নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই আশ্চর্য সুবাসের জাম্বুরা ফুল এখনো কর্পোরেট কলতানে সংযুক্ত হয়নি।

ঝিঁঝিঁ ডাকা চৈত্রের বিরাট দুপুরে জাম্বুরার ঘ্রাণে ভরা শত বছরের কিছু পুরাতন কবরের ভেতর নির্বাণ নিয়ে শুয়ে থাকার ক্ষুধাকে আমি কোন বিত্তে বৃত্তায়িত করব? বলুন তথাগত, বলুন।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬১৫৯
ময়মনসিংহ শাখা

## কৃষ্ণকলি

**মেহেদী হাসান**

আমার নিজের এক বোন ফর্সা না। যাকে বলে শ্যামলা। আচ্ছা বাংলাদেশে কালো মেয়েদের কী বলে ডাকে? তুমি হয়তো বলবে মায়াবতী। মায়াবতী বললেও রূপবতী কিন্তু বলে না। খেয়াল করে দেখেছেন কখনো মায়াবতী বলা হলেও তা খুব খুশি হয়ে বলা হয় না, কোথায় যেন একটা করুণা করা হয়েছে বলে মনে হয়।

নাটকে, সিনেমায়, অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়, সংবাদ পাঠে- সব জায়গায় কিন্তু ফর্সা মেয়ে। গায়ের রং ফর্সা না অথচ খুব যোগ্যতা রাখে এই সকল বিষয়ে এমন কেউ কোথাও কাজ করার সুযোগ পেয়েছে দেখেছ কি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালো রংকে গ্লোরিফাই করে লিখেছিলেন 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি', অথচ তাঁর উপন্যাসের নায়িকাদের গায়ের রং কি আসলেই কালো ছিল? রবীন্দ্রনাথের চোখে কালো রঙের অর্থ কী দাঁড়ায়। অনেকে বলতে পারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আগের মানুষ, তাঁর সমাজ অন্যরকম ছিল, চিন্তার জগৎ অন্যরকম ছিল। সেই সমাজ আর বর্তমানকালের মধ্যে অনেক তফাত।

তাহলে কাজী নজরুল ইসলামের সেই সংগীত, 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়, দেখে যা আলোর নাচন'। অথবা শামসুর রাহমানের 'কালো মেয়ের জন্যে পংক্তিমালা' যা বার বার পড়লেও তৃপ্তি মেটে না। সবটাই কি তাহলে তুচ্ছ ছিল?

আচ্ছা নিরপেক্ষভাবে দেখেন তো, আপনি যদি ঘুম ভেঙেই কোনো কৃষ্ণকলিকে পাশে শুয়ে থাকতে দেখেন আপনার কেমন লাগবে? গভীর আবেগে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারবেন? সমুদ্রতটে বসে কোনো কৃষ্ণ সুন্দরীর চোখে চোখ রেখে আবেগ ভরা কথা ভাবতে পারবেন? যদি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে আপনি আসলেই প্রেমিক। একজন বর্ণ গবেষক আর যাই হোক ভালো মানুষ বা ভালো প্রেমিক হতে পারে না।

আমাদের সমাজে কালো মেয়ে জন্মাতে না জন্মাতেই তার গায়ের রঙের কারণে হীনমন্যতায় ভুগতে হয়। রবীন্দ্রনাথের যুগ না হয় বাদ দিলাম, এই একুশ শতকেও গায়ের রং কালো হলে মেয়ের বিয়ে কী করে হবে, একে আদৌ পার করা যাবে কি যাবে না, এই ভাবনায় কাহিল হতে হয় বাবা-মা'কে।

জন্মের পর থেকেই এক অসমাপ্ত যুদ্ধ চলে মেয়েকে ফর্সা করার পেছনে। কাঁচা হলুদ, দুধের সর, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, শত রকমের এই বাটা সেই বাটা-এর কোনো শেষ নেই। হাজার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয় কালো রঙের চামড়ার আড়ালে।

ভেবে দেখেন তো, এই পিতাই যদি তার কন্যার কালো কপালে চুমু খেয়ে বলতেন, নীল রঙের শাড়ি পরলে আমার ব্ল্যাক প্রিন্সেসটাকে জলপরীর মতো লাগে। এই মা যদি তার কালো মেয়েকে বলতেন ঝিলের টোল খাওয়া পানির মতো তার মায়াময় মুখ। তাহলে মেয়েটা হয়তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অকারণেই বিষণ্ন হতো না। বিষণ্ন জলপরী হয়তো আট দশটা মেয়ের মতো বেড়ে উঠত।

ভালোবাসা যে দিতে জানে সে কেন ভালোবাসা পাবে না। সারাটি জীবন কালো মেয়ে নামক এক জলছাপ পিঠে লাগিয়ে অন্যকে ভালোবেসে গেছে হয়তো একটু ভালোবাসার দৃষ্টি তার উপরে কেউ রাখবে বলে। হয়তো বলা হয় না তার মুখ ফুটে, সমাজ তাকে শিখিয়েছে, দেখিয়েছে এত বঞ্চনা, এত লাঞ্ছনা। তবু সে ভালোবাসে।

ফেরার পথে ভালোবাসার সেই বেকার মানুষটির হাতে যখন দু'টো পাঁচশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলে সিগারেটটা কম খেয়ো। তখন দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই সেই মায়াময় চেহারাটাকে অগ্রাহ্য করার।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮০৩৫
মাঝিরা উপশাখা, বগুড়া

## একজন ব্যাংকার যখন আদালত প্রাঙ্গণে

**রেজওয়ানা হক**

আমার কাছে মনে হয় একজন ব্যাংকার সমাজের সকল ধরনের চরিত্র পালন করে থাকেন। কখনো একজন ব্যাংকার হয়ে ওঠেন শিক্ষক তার গ্রাহকদের জন্য, কখনোবা হয়ে ওঠেন একজন সেবক তার গ্রাহকের জন্য, আবার হয়ে ওঠেন পুলিশ, কখনোবা উকিল। অর্থাৎ সমাজের আলোচিত সব ধরনের চরিত্রই কখনো না কখনো পালন করতে হয় ব্যাংকারদের।

ছোটবেলায় কেউ যখন জিজ্ঞেস করত বড় হয়ে কী হতে চাই, হয়তোবা এক এক সময় এক এক রকম মনে হতো বা বলতাম। কখনো ডাক্তার, কখনো ইঞ্জিনিয়ার, কখনোবা শিক্ষক, কখনো উকিল, কখনোবা পাইলট। কিন্তু ভুলেও কখনো ব্যাংকার হবো এমনটা বলেছি বলে মনে পড়ে না... কিন্তু নিয়তির খেলাতো অন্যরকম। আজ আমি ব্যাংকার। এটা এখন বলতে পারব না যে ব্যাংকার হিসেবে কতটা সফল বা সন্তুষ্ট আমি, এটা বলবে সময়। তবে, আলহামদুলিল্লাহ নিজের কাজে আমি তৃপ্ত।

সোমবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, আমার জীবনের অন্যতম একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। কেন জানেন? সে কারণটা বলছি... আর কারণটি বলব বলেই এত লম্বা ব্যাখ্যা করে চলেছি... ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে যখন বদলি হয়ে যশোরে আসি, তখন আমি উপশাখা ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত ছিলাম। অন্যরকম একটা ভালো লাগা, কর্মব্যস্ততা সবসময়ই আমার মধ্যে কাজ করত। এরপর নতুনভাবে আমি যশোর শাখায় চলে আসি নতুন দায়িত্ব নিয়ে ক্রেডিট ডিপার্টমেন্টে। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থিরতা বিরাজ করে চলে, কারণ নতুন ডিপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ নতুন কাজ যা কখনোই আমি করিনি, পারব তো??? আর এই কাজে নাকি অনেক বেশি রিস্ক থাকে আর চ্যালেঞ্জ নিতে হয় প্রতিটা মুহূর্তে। ঠিক আছে, আমি বরাবরই চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি। নিশ্চয়ই আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং চেষ্টা করলে ইনশাহ্ আল্লাহ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আমাকে নিরাশ করবেন না।

যা বলছিলাম, অফিসের কাজের জন্য প্রথমবারের মতো আমাকে যেতে হয়েছিল আদালত প্রাঙ্গণে, হ্যাঁ যদিও কয়েদি বা আসামি রূপে নয়, বাদী হিসেবে। সর্বপ্রথম উকিলের চেম্বারে প্রবেশ এবং প্রবেশের পর আমি যা দেখেছি সেটি সত্যিই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হিসেবে রয়ে যাবে।

এরপর মামলার শুনানির জন্য আদালত কক্ষে প্রবেশ এবং কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে (সিনেম্যাটিক স্টাইলে ওইযে ছোটবেলা থেকে দেখে আসতাম, ঠিক সেই রকম উপলব্ধি) যাহা বলিব সত্য বলিব... এরপর জবানবন্দি বা বক্তব্য পেশ...

কাঠগড়া থেকে নেমে দরজার কাছে আসার পর যখন আমি আমার হাতের দিকে তাকিয়েছি, দেখি পুরো হাত লাল টকটকে হয়ে গেছে, না জানি চেহারার অবস্থা কেমন ছিল... অদ্ভুত বিরল এক অনুভূতি।

আর জবানবন্দি দেওয়ার আগ পর্যন্ত যখন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত অবস্থায় ছিলাম ওই আদালত প্রাঙ্গণে, সেই কক্ষের সামনের বারান্দাটায় না হয় শ'খানেক মানুষ অপেক্ষারত অবস্থায় ছিল। গরমে ঘেমে ভিজে নাজেহাল অবস্থা...

আর আদালত কক্ষের ভেতরে ডান পাশে হ্যান্ডকাফ পরিহিত অবস্থায় কয়েদি/আসামিরা মেঝেতে শপ বিছিয়ে বসে ছিল এবং তাদেরকে ঘিরে পুলিশ টহলরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কী অদ্ভুত দৃশ্য... আমি ভয় পাইনি... কিন্তু অভিজ্ঞতার ঝুড়িতে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা যুক্ত করতে পেরেছি।

আমি আমার কর্মক্ষেত্রে সফলভাবে কর্মসম্পাদনা করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকি এবং ভবিষ্যতেও থাকব ইনশাহ্আল্লাহ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৬০৭
যশোর শাখা

## হঠাৎ একদিন

**সাফানুর সিফাত**

-কী হলো কী ভাবছ? সেই তখন থেকে পাশাপাশি বসে আছি অথচ কোনো কথাই বলছ না।

-কী বলব! আমি আসলে কিছু বুঝতে পারছি না। আর তুমি যে এমন হুট করে আসবে তাইবা কে জানত! একবার বলে আসলেও তো পারতে!

-হা হা হা, বলে আসলে কী আর এই মজাটা হতো! আর তাছাড়া তুমিতো সবসময়ই জানতে যে আমি আসব। এই দিনটার জন্যই তো বেঁচে থাকা!

-জানতাম, কিন্তু তাই বলে এভাবে হুট করে!

-আরে, সবসময় কি অত বলে কয়ে আসা যায়! সময় পেলাম তাই চলে এলাম। এখন চলো তো তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

-কিন্তু এভাবে যাওয়াটা কি ঠিক হবে! সবাই কী ভাববে! আর আমার বাসার লোকজনইবা কী করবে! ওদের এভাবে ফেলে যাব!

-হ্যাঁ, যাবে। এছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই। অত চিন্তা করো না তো। ওরা ওদের মতো করে সব ম্যানেজ করে নেবে।

-কিন্তু আমার যে কত কাজ বাকি! কতজনকে কথা দিয়ে রেখেছি। সব নষ্ট হবে। সবাই কষ্ট পাবে।

-কিন্তু না গিয়ে তো উপায় নেই। আমি সব রেডি করে এসেছি। এখন যে যেতেই হবে! হাতে একদম সময় নেই।

-বেশ! চলো তাহলে! (দীর্ঘশ্বাস)

কিন্তু শোনো, খুব কষ্ট হবে কি?

-তা তো একটু হবেই। কিন্তু তারপর তুমি সব কিছুর উর্ধ্বে চলে যাবে, এখানকার কোনো কষ্ট আর তোমাকে স্পর্শ করবে না। একদম না...

তারপর...

ওর হাত ধরে যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে নিজের নিথর দেহটাকে শেষবারের মতো দেখে নিলাম, আর কখনো ফেরা হবে না আমার, কখনো না...

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৩৬২
ইছাপুরা বাজার শাখা

## উল্টো রথের পিছনে চলেছে স্বদেশ

**সৈয়দা মাহাবুবা শারমিন কলি**

ভোরে অফিসে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল দীপ্র, মোবাইলের রিংটোন বেজে উঠতেই দেখে বসের ফোন। রিসিভ করার পর বস জানালেন আজ রাস্তায় কোনো ভিআইপি মুভমেন্ট নেই, অফিসে আসতে হবে না। দীপ্রর মন খারাপ হয়ে গেল। বসকে বলে কয়ে রাজি করালো, অফিসে সে আসবেই।

প্রতিদিনের মতো অফিসে এসে ঘণ্টা খানেক ঘুমাল সে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগেই উঠে গেল, আর এক ঘণ্টা না ঘুমালে তো স্যালারি কম আসবে, উফ্! আবার ঘুমাতে হবে, জোরপূর্বক ঘুমিয়ে গেল।

বাসায় ফিরে ক্রিকেট বিশ্বকাপ দেখতে বসল! বাংলাদেশ আর ভারতের খেলা। বাংলাদেশ গত পাঁচবারের টানা চ্যাম্পিয়ন। কোহলি ডাক মেরে আউট হয়ে গেল! ১০০তে অলআউট নিশ্চিত। ফলাফল তো দীপ্র জানেই, প্রতিবারের মতো বাংলাদেশই জিতবে। এমন খেলা দেখার মানে হয় না! তারচেয়ে বরং বাজারটা করে আসি।

বাজারে গিয়ে দেখে ডিমের দাম ৫ টাকা কমে গেছে আবার হালিতে। ওর একটু মন খারাপই হলো। প্রতিদিনই জিনিসপত্রের দাম কমে যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্যের কি কোনো মান-সম্মান নেই! ইলিশ মাছ থরে থরে সাজানো, নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করছে। কত আর মাছ খাওয়া যায়! সে ২ কেজি উটের গোসত কিনে রওনা হলো।

ছোট ভাইটা সারাদিন পড়াশোনা করে, এত বলেও মোবাইলে একটু গেমস খেলতে কিংবা বাইরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে রাজি করাতে পারে না সে! তার নিজেরও অবশ্য মোবাইল ব্যবহার করতে ভালো লাগে না। নেহাত দরকার না হলে সে মোবাইলে হাত দেয় না। কিন্তু তাই বলে ছোট ভাইটাও এমন হবে এটা তার মেনে নিতে কষ্ট হয়।

হঠাৎ ওর মনে পড়ল আজ রাতে পাত্রীপক্ষ আসবে, পার্লার থেকে ওকে সাজাতে সন্ধ্যায় লোক আসবে, একটা লজ্জার হাসি ফুটে উঠল চোখে-মুখে। বিয়ে করে শ্বশুড়বাড়ি যেতে হবে এটা ভাবলে খুব খারাপ লাগে, সবাইকে ছেড়ে নতুন জায়গায় কীভাবে থাকবে! আচ্ছা রনির কাছ থেকে টিপস নিয়ে নেবে- নতুন পরিবেশে সে নাকি খুব সহজেই সবার আপন হয়ে উঠেছে। সব রান্না শিখে নিয়েছে। আমিও পারব!- বরাবরই আত্মবিশ্বাসী দীপ্র।

বিকেলে একটু হাঁটতে বের হলো, রাস্তার একপাশে সারি করে উৎসব করতে করতে একদল লোক এগিয়ে যাচ্ছে।

একটু পর বুঝতে পারল আসল ঘটনা। দেশের শীর্ষ দুই রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা একসাথে পিকনিক করতে কোনো এক রিসোর্টে যাচ্ছে। পিকনিকের কারণও জানা গেল, সামনে নির্বাচন- এসময় নিজেদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করা নাকি খুবই জরুরি।

সে পাশ কাটিয়ে একটা ফাঁকা বাসে উঠে পড়ল। তার গন্তব্য রাষ্ট্রপতির বাসভবন। বিয়ের কার্ড ভবনের বাইরে কার্ডবক্সে রাখবে। রাষ্ট্রপতি প্রতি মাসে লটারি করে একজনের বিয়ের দাওয়াতে যোগ দেন। দীপ্র খুব করে চাইছে এবার ওর নাম লটারিতে আসুক। সে ওনার জন্য একটা পাঞ্জাবিও কিনে রেখেছে।

এমপ্লয়ি আইডি : ৪৫৬৬
পাঁচর শাখা, মাদারীপুর

## সুখের অসুখ

**শায়লা আলবিন নিঝুম**

চারপাশে তাকালে মনে হয় সুখের সংজ্ঞা মানে 'না পাওয়া'।

একজন ভিক্ষুক হতে শুরু করে একদম উঁচু পর্যায়ের প্রতিটা মানুষকে জিজ্ঞেস করা হোক, সবাই বলবে, "সবার কাছেই সুখটা তখনই আসবে, যখন তাদের কাছে এখন যেটা নেই সেটা যদি তারা পেয়ে যায়!"

যেমন একজন শিক্ষার্থীর কথা ভাবা যাক!
যে অকৃতকার্য হলো, তার কাছে কৃতকার্য হওয়াটাই সুখ!
আবার যে কৃতকার্য হলো, তার কাছে ভালো একটা ফলাফল করাটা সুখ!
আবার যে ভালো ফলাফল করল, তার কাছে সুখ মানেই ভালো একটা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর পদে যোগ দিতে পারা কিংবা ভালো একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা!

সুখের সংজ্ঞাগুলো এমন ক্রমশ বাড়তে থাকে বলেই হয়তো আমরা প্রত্যেকে অসুখী!
আর্থিকভাবে সুখী হওয়ার চেইনটা আরও গতিশীল!
আবার হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা মানুষটার সুখ সুস্থতায়!
অভাবের সংসারে টাকাটাই সব থেকে বড় সুখ!
স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে চান্স পাওয়াতেই একজন শিক্ষার্থীর সুখ!
আবার সামান্য পাস লেখাটা দেখাটাই কারও কাছে সুখ!

টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি সব থাকা নিঃসন্তান মানুষটার সুখ একটা সন্তান লাভে।
আবার সন্তান, টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স সব থাকা পরকিয়ায় জড়িত দম্পতির সুখ শুধু তার ভালোবাসার মানুষটাকে নিজের করে পাওয়ায়!

মানুষ ভিন্ন তো সুখের সংজ্ঞাটাও ভিন্ন!
চাহিদার যেখানে শেষ নেই, সুখ সেখানে অধরা, মরীচিকা!

তাই সুখ মানেই আত্মতৃপ্তি।
কারও ক্ষতি না করে, কাউকে না ঠকিয়ে, যতটুকু সাধ্য অন্যকে সাহায্য করে, যা আছে, যেমনি আছে তাতেই যদি কেউ বলতে পারে 'শুকর আলহামদুলিল্লাহ', তখনি হাজার অভাবী মানুষটাও হয়ে যায় দুর্লভ 'সুখী মানুষ'!

তাই আত্মতৃপ্তিতেই আত্মমুক্তি, আত্মশুদ্ধিতেই আত্মার শান্তি!
'আলহামদুলিল্লাহ্ আলা কুল্লি হাল'

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৪৪৭
মুন্সেফ বাজার উপশাখা, পটিয়া

## জীবন যখন যেমন

**মাহফুজুর রহমান সজীব**

**ফ্ল্যাশব্যাক**
তখন শরীয়তপুরে পোস্টিং আমার। ২০১৭ সালের শেষের দিকের কথা বলছি। তখন জীবনানন্দ দাশ-এর দুর্দান্ত এক সংগ্রহ বের করে প্রকাশনা ঐতিহ্য। ৬ খণ্ডে জীবনানন্দ দাশের প্রতিটি কবিতা, উপন্যাস নিমজ্জিত সেই সংগ্রহে। আমি দেরি না করে সংগ্রহ করে ফেলি, কিন্তু পড়ি না। হেলায় ফেলায় পড়তে চাইনি, প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এর মাস খানেকের মধ্যে আমার পোস্টিং হয় ঝালকাঠিতে। ঝালকাঠি আমার অচেনা শহর। কখনও যাইনি। নেটে সার্চ দিলে নৌকায় করে পেয়ারা নিয়ে যাওয়ার ছবি পাওয়া যায় মূলত।

**ফ্ল্যাশব্যাক**
২০১৩ সালের এপ্রিলে শরীয়তপুরে পোস্টিং হয় আমার। রাতে হোটেল রুমে দাঁড়িয়ে আছি জানালার কাছে। এত সরু জানালা যে বাতাসও ঢোকে না। সেখানে দাঁড়িয়ে দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে আমার বিদ্যুৎ না থাকায়। এই শহরে আজই প্রথম আসা। শহর বলাটাও ভুল। আসলে এ যেন এক থানা। এক সাফোকেটেড শহর শরীয়তপুর তখন। একটা জায়গাও নেই শহরে যেখানে গিয়ে একটু নিঃশ্বাস নেয়া যায়। সাফোকেশনে আমার চোখ ভিজে আসতে থাকে অচেনা এই শহরে। সেই মুহূর্তটায় আমার কোনো কমফোর্ট জোন ছিল না। তখন বুঝিনি যে সেই মুহূর্তই আমাকে গাঢ়ভাবে শেখাচ্ছে পৃথিবীর মানে, আমাকে আরও শক্ত করে তুলছে টিকে থাকার মন্ত্র শেখাতে। এখন এত বছর পর সেই মুহূর্ত আমার জন্য ব্লেসিং। শরীয়তপুরে থাকতে থাকতে প্রায়ই ভাবতাম, 'এমন এক শহরে আমার পোস্টিং হতো যে শহরে একটা নদী আছে এবং সেই নদীর পাশে ছোট হলেও একটা পার্ক আছে। যেখানে বসে মুহূর্তগুলোকে বাবল করে আকাশে আলতো করে ছেড়ে দেয়া যায়!'।

**ফ্ল্যাশব্যাক**
ঝালকাঠির মিনি পার্কে এক মগ কফি হাতে বসে আছি ছুটির দিনের এক হেলে থাকা দুপুরে। মৃদু বাতাসে গাছের পাতাগুলো কাঁপছে। কিছু পাতা ঝরে ঝরে পড়ে আরও হেঁয়ালি মিশিয়ে দিচ্ছে নরম এই দুপুরে। মিনি পার্কের সাথেই সুগন্ধা নদী। সেখানে মৌনতা বয়ে চলছে যেন নদীর সাথে। ক্লান্তি এলেই আমি এখানে এসে চুপ করে বসে থাকি। এক ঘোর কাজ করে তখন।

**ফ্ল্যাশব্যাক**
ঝালকাঠির দ্বিতীয় দিন পাপন তার এক বন্ধুকে নিয়ে আসে লোনের ব্যাপারে। ঝালকাঠি শাখা গতকালই উদ্বোধন হয়েছে। আমি দেরি না করে বিকেলেই সময় দেই ভিজিটের। মূল উদ্দেশ্য শহরটা আরেকটু দূরে গিয়ে আরও চেনা। শহর থেকে ১০-১২ কি.মি. দূরে পাপনের বন্ধুর বাড়ি ভিজিট করে চা খেতে থাকি ৩ জনে এক খালের কিনারে। আলো তখন কমে আসছে পৃথিবীর। পাপন বলে,

-আর একটু এগোলেই জীবনানন্দ দাশের বাড়ি।

-মানে?

-জীবনানন্দ দাশের জন্মস্থান আর একটু এগোলেই।

-মানে!

-তার একটু আগেই ধানসিঁড়ি নদী।

-মানে!!

-আসলেই।

-আরেহ না! জীবনানন্দ দাশের বাড়ি আর ধানসিঁড়িতো বরিশাল।

-বরিশালে তাঁর শৈশব, কৈশোরসহ জীবনের বড় অংশ কাটলেও জন্ম হয়েছিল তাঁর ঝালকাঠিতেই তাঁর মাতুলালয়ে।

হায়! আমি ভুল জানতাম!

এর মাস খানেক পর আমি, আমার স্ত্রী আর ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে অটোতে করে যাচ্ছি জীবনানন্দ দাশের জন্মস্থান দেখতে। যত এগিয়ে যাচ্ছে অটো, ততো আমার স্ত্রীর চোখ ভিজে উঠছে, আমারও, তবে তা অদৃশ্য।

মাথায় ঘুরছে,

"রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে-
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হ'য়ে আকাশে-আকাশে;
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে"

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৩৫৮
প্রগতি সরণি শাখা, ঢাকা

# কিশোরীর চোখে স্বাধীনতা

**সুরাইয়া আফরিন সুরভী**

আজ এক গল্প বলব। সত্য এক যুদ্ধ-জীবনের গল্প। কৈশোর ছুঁইছুঁই চাঞ্চল্যমাখা এক শিশুর গল্প। আমার মা, কেবল বই কাঁখে দুরন্তপনায় স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল তাঁর। সরল মনে তিনি তখনও বোঝেননি, কেন এতসব যুদ্ধ, কেন এত রক্তধারায় লাল হয়ে উঠছে তিলাই নদীর স্বচ্ছ পানি। তিনি শুধু বুঝেছিলেন, ছুটতে হবে, যেভাবেই হোক দাঁত কামড়ে বেঁচে থাকতে হবে। নিজেদের ভিটে ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হবে যেকোনো পরিচিত কিংবা অপরিচিত কোনো গ্রামে! ১৯৭১ সাল।

পাক-বাহিনীর বর্বরতার বড় প্রভাব পড়েছিল তখনকার রেলওয়েতে, সমৃদ্ধ শহর কিংবা মফস্বলগুলিতে। তার মধ্যে দিনাজপুরের ছোট্ট মফস্বল পার্বতীপুর অন্যতম। ব্রিটিশ আমলে পোক্ত অবস্থান লাভ করা সাহেবী রেলওয়ে জংশন। যোগাযোগে সমৃদ্ধ ছিল। তাই একাধারে পাক বাহিনীর হামলা আর মুক্তিযোদ্ধাদের একত্রিত হওয়া, দু'টোই সেখানে সমান তালে চলেছে। কোনো গ্রাম রেহাই পায়নি হায়েনাদের আক্রোশ থেকে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলেছে তাদের অনলে। আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ বাদ পড়েনি সেই আগুনের আঁচ থেকে। খবর আসত, আজ এ গ্রাম জ্বলবে। তখন গুছিয়ে রাখা অন্ন-সামগ্রী বেঁধেই বেরিয়ে পড়ত সবাই, প্রিয়জনদের নিয়ে। হয়তো পিছন ফিরে একবার দেখে নিত নিজ হাতে সাজানো সোনালি-সংসার। বেঁচে ফিরতে পারলেও হয়তো ধুলোয় মিশে যাওয়া সংসার দেখতে হবে এই আশঙ্কা মনে রেখে।

আমার মা, আমার নানি, শিশুবয়েসি মামা-খালা, আর সবাই পদযুগলের উপর ভরসা রেখে এভাবেই ঘর ছেড়েছেন বারংবার। সেই নিরুদ্দেশ যাত্রা কতটা অনিশ্চয়তা-মাখা ছিল, গল্প বলার সময় মা'র চিকচিক করতে থাকা চোখ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আমার নানুভাই তখন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠক। কখন সীমানা অতিক্রম করে এপার আসেন, ওপার যান, পরিবারের কেউই ঠিকঠাক জানতে পারেন না। অভিভাবকহীন পরিবার নিয়ে দিগ্বিদিক ছুটে চলার এক বিভীষিকাতুল্য জীবন!

তবে, যুদ্ধ না বুঝলেও মা বুঝেছিলেন- স্বাধীনতা। বুঝেছিলেন স্বাধীনতা মানে নিজেদের ভিটেতে থাকতে পারা। স্বাধীনতা মানে বাবাকে আবার কাছে পাওয়া। স্বাধীনতা মানে আবারও বই কাঁখে স্কুলে যাওয়া। স্বাধীনতা মানে ভয়ডরহীন বাঁচতে পারা। একই গল্প অগণিতবার শুনেছি, চর্মচক্ষে না হলেও মনের চোখে দেখে সেই যুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতা কোনোটার অনুধাবনই অসম্ভব লাগেনি কখনও।

এই প্রিয় জন্মভূমির পক্ষে চাওয়া এতটুকুই, এই রক্তধারায় অর্জিত স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা হোক। ভালো থাকুক বাংলাদেশ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৭৭৮
লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস

# শৈল ভ্রমণের গল্প

**তামান্না ইসলাম তৃণা**

ছোটো একটি গল্পে মিশে থাকে অনেক মধুর স্মৃতি! গল্প ফুরোয়, কিন্তু স্মৃতি বেঁচে থাকে।

বরাবরই আমি একজন ভ্রমণপিপাসু মানুষ। ধরে নেয়া যায় এটা আমার একমাত্র শখ। সুযোগ পেলে ঘর ছেড়ে দুই পা বাড়ালেই আমার আনন্দ। বাঁধভাঙ্গা পানির মতো তাই ছুটে গিয়েছি বহুবার মোহনায়। যান্ত্রিক আবহাওয়ায় মন আজও ছুটে যেতে চায় দূর নীলিমায়।

এরকম একবারের কথা। খুব দূরে নয়, গন্তব্য চেন্নাই। সেখান থেকে কানেক্টিং ফ্লাইটে যাব 'কেরালা'। বিশ্বনন্দিত, কিন্তু অনেক বড়ো বড়ো পর্যটন এলাকার ভিড়ে আড়ালে থাকা এক রাজ্য। স্বর্গ কি না জানি না, তবে মনোমুগ্ধকর সবুজ পাহাড় আর পিনপতন নীরবতায় আচ্ছন্ন হওয়া যায় নিমিষেই।

আগেই বলে রাখি দক্ষিণ ভারতে এটাই আমার প্রথম ভ্রমণ, সুতরাং এখানকার ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা সবকিছু নিয়ে বেশ উত্তেজনার সাথে প্রায় ১২:৩০ মিনিটের দিকে চেন্নাই বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলাম।

ইমিগ্রেশন শেষ করে বিমানবন্দরে ঘুরছি। কানেক্টিং ফ্লাইট টু কেরালা (কোচিন) ৪ টায়।

সাঁঝের বেলায় এসে পৌঁছালাম কোচিন, কেরালার রাজধানী। আমাদের গন্তব্য মুন্নার, কেরালার সবচেয়ে সুন্দর এলাকা। ব্রিটিশ আমলে এই এলাকাকে বলা হতো 'দক্ষিণের কাশ্মীর'। পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো। মুন্নার কোচিন থেকে প্রায় ৩-৪ ঘণ্টার পথ। আমাদের গাড়ি এবং গাইড আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। তিনি আমাদের বিমানবন্দরে রিসিভ করলেন। অত্যন্ত মজার মানুষ 'আসলাম ভাই'। এই ৩-৪ ঘণ্টার পথে কেরালা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা হয়ে গিয়েছিল তাঁর মাধ্যমে।

গাড়িতে লং-ড্রাইভের এক অনন্য অভিজ্ঞতা পেলাম কোচিন থেকে মুন্নারের পথে। রাস্তার ধার বেয়ে এগোচ্ছি, আর সূর্য আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। ধীরগতিতে সবুজের দিকে যাচ্ছি বুঝতে পারছিলাম। এক ঘণ্টা একটানা যাচ্ছি, ছিটেফোঁটা বৃষ্টি, হালকা শীতল বাতাস। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে আসলাম ভাই বলল নেমে একটু রেস্ট নেন। গাড়ির গেট খুলতেই দেখি বিশাল ঝর্ণা রাস্তার ধারে। কী প্রবল পানির বেগ! বিজ্ঞানের সব হিসাব-নিকাশকে যেন হার মানাচ্ছে। এত কাছে এমন বড় ঝর্ণা আমি আগে কখনো দেখিনি। রাতের বেলা নিশ্চুপ রাস্তা আর রাস্তার সাথে বিশাল ঝর্ণা, ঝর্ণার পানি গায়ে লাগছে। সময় গড়িয়ে গেল অনেকটা। আমরা আবারো রওনা হলাম, তবে এমন অভূতপূর্ব অনুভূতি আমার মনের মণিকোঠায় আটকে গেল সারা জীবনের জন্য।

পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে হোটেলে পৌঁছালাম। মনে হচ্ছিল পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়েছি। পাহাড় কেটে এমন কিছু হোটেল বানানো হয়েছে যে খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় এই হোটেলগুলো থেকে। হোটেলের নাম ছিল 'ফ্রাগরেন্ট নেচার হোটেল অ্যান্ড স্পা'।

পরের দিন সকালটার মতো এত মিষ্টি সুন্দর সকাল এই বয়সে কম পেয়েছি বললেই চলে। কপাল এতই ভালো ছিল যে রুমের বিশাল বারান্দায় যেয়েই চোখ বাঁধা পড়ল অসম্ভব সুন্দর রংধনুতে। সত্যি বলতে আমার ভ্রমণটা ওই মুহূর্তেই যেন সার্থক হয়ে গিয়েছিল। বিশাল বিশাল সবুজ পাহাড়, ঠাণ্ডা বাতাস, মেঘের আড়ালে রংধনু। সকালের নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়লাম মুন্নার শহর ভ্রমণে। পাহাড়ের বুকে সাজানো চা বাগান। মেঘ যেন সবুজ পাহাড়ের সাথে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

দুইদিন কাটিয়ে মুন্নারের সবুজ ছেড়ে একটু নীচের দিকে পৌঁছে গেলাম থেক্কাডি (THEKKADY), যে জায়গাতে আমি পরিচিত হলাম দক্ষিণ ভারতের আসল সংস্কৃতির সাথে। খাদ্য-খাবার, মানুষের বেশভূষা সবকিছুতেই দক্ষিণ ভারতের আমেজ। বেশ উপভোগ করলাম বিভিন্ন খাবার এবং বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্প 'কত্থক'। শরীরের প্রতিটি অঙ্গে যে কত ধরনের অনুভূতি ব্যক্ত করা সম্ভব, সেটা চোখের সামনে দেখে ফেললাম। আরও কিছু অনুষ্ঠান দেখলাম, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'FIRE FIGHT'। এখানে আমরা ছিলাম সবুজ ছায়ায় ঘেরা 'গ্রিন উড রিসোর্ট'-এ।

আবার আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম, এবারের গন্তব্য 'আলেপ্পে', এটাই আমাদের শেষ গন্তব্য। বোটে রাত্রিযাপন আমাদের উদ্দেশ্য। বোটে উঠে নিজেদেরকে কলম্বাসের চেয়ে কম কিছু মনে হচ্ছিল না। ওই ব্ল্যাক ওয়াটারে দিনের বেলা যখন বোট চালিয়ে ঘোরাচ্ছিল, আমরা পাশের ফিশ মার্কেট থেকে মাছ কিনলাম, সেটা রাতের খাবার হিসেবে আমাদের দেয়া হয়েছিল। টাটকা তুলে আনা মাছ ভাজা। অপূর্ব স্বাদ! এখানে সন্ধ্যা গড়াতেই কেমন যেন অস্বস্তি শুরু হলো। ডিজিটাল যুগের যান্ত্রিক মানুষেরা যখন নেটওয়ার্ক-বিহীন জায়গায় এসে পড়ে, নিজেদের তখন এলিয়েন ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। শুরু হলো গল্প। রাত গড়িয়ে যায়, গল্প আর শেষ হয় না। আসলে আধুনিকতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে অনেক গল্প, অনেক হাসি, অনেক কান্না। আমাদের সকল বিচরণ শুধু ছোট্টো ঐ ডিভাইসে।

অসংখ্য ঝর্ণা, পাহাড়, সমুদ্র সৈকত এসব দেখতে দেখতে আমার সাত দিনের ভ্রমণ শেষ হয়ে এলো। ফেরার পথে একই রাস্তা, লং-ড্রাইভ, তবে তখন সকাল, সূর্যোদয় দেখেছিলাম মনে পড়ছে। কোনো একটা ফ্লাইওভারের উপরে ছিলাম তখন।

গল্প লিখতে গিয়ে আরও একবার যেন ঘুরে এলাম স্বর্গভূমি কেরালায়। ইচ্ছা আছে শুধু লেখার পাতায় নয়, আরও একবার যাব, ঝর্ণার সামনে, যেয়ে দাঁড়াব, রংধনু দেখব।

ওহ! গল্পে গল্পে জানাতে ভুলেই গিয়েছি যে আমার এই ভ্রমণে সাথে ছিলেন আমার জীবনসঙ্গী।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬০২৫
পুরাতন জেলগেইট-ঢাকা উপশাখা, ঢাকা

# যে গল্প রিযিকের

**সাঈদুল হাসান**

বাস থেকে নেমে নামা হলো, ফকিরাপুল। ঘড়িতে তখন ভোর ছয়টা।

কাঁধে ভারী মোটা ব্যাগ, হাতে জুতোর বক্স ও কোটের প্যাকেট।

কাজের সময় দুপুর দু'টা। আরও বাকি আট ঘণ্টা, মানে চারশো আশি মিনিট! এই বাকি চারশ আশি মিনিট কীভাবে পার করা যায়, কোথায় পার করা যায়, সে চিন্তায় অস্থির হলো মন!

ঢাকার ফকিরাপুল তখনও জেগে ওঠেনি, হাঁটতে হাঁটতে আসা হলো পুরানা পল্টন, চোখে স্বস্তি হয়ে ধরা পড়ল মসজিদ, বাইতুল মোকাররম!

ভাবা হলো এখানেই হয়তো ঠাঁই নেয়া যেতে পারে, হাতমুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ মসজিদের ফ্লোরে শুয়ে থেকে পার করে দেয়া যেতে পারে বিগত রাতের না ঘুমানো সব ক্লান্তি।

মসজিদের সবগুলো গেইট বন্ধ, শুধু একটা মাত্র গেইট খোলা। ঢুকতেই কেউ একজন দূর থেকে বাধা দিল। একটু পর আরও আপত্তি জানালো কাছে এসে।

নামাজের সময় ব্যতীত কোনো আগন্তুকই ঠাঁই পাবে না খোদার ঘরে। এই ব্যাপারটি সে জানিয়ে দিল সাফ! যদিও ঘরটা খোদার ছিল, কিন্তু মালিকানা ছিল অন্য কারও...

আশাহত হয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবা হলো উত্তরায় যাওয়া যায় কি না মামার বাসায়... কিন্তু সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে দুপুর দুইটা পার হয়ে যায় কি না আবার, সেই আশঙ্কায় আর যাওয়া হলো না।

আশ্রয়ের আশায় হাঁটতে হাঁটতে দেখা মিলল এক গেইটম্যানের। তার মোবাইলে বাজছিল তখন আজহারির জান্নাত কিংবা জাহান্নাম বিষয়ক কোনও কথন। থমকে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আশেপাশে কোনো হোটেল আছে কি না কম দামি?

প্রতি উত্তরে সে বলল, উপরে একটা আছে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

যাওয়া হলো উপরে... খোঁজ নেয়ার জন্য... কম দামি কোনও হোটেলের।

যাওয়া মাত্রই দরদামের আগে তারা চাবি দিল। নাম জিজ্ঞেস করেই বলল পাঁচশ টাকা।

আমার অবস্থা কিংবা দুরাবস্থা অথবা এ দু'টোর মাঝামাঝি কোনও একটা অবস্থার কথা তাকে বলা হলো এবং জানানো হলো শুধু একটু রেস্ট নিতে পারলেই হবে। দুপুর দু'টা পর্যন্ত থেকেই চলে যাব।

এটা শুনে সে বলল চারশ টাকা, ছয় তলায়, বাথরুম বাইরে...।

ভাবা হলো আরেকটু টেনে ধরা যায় কিনা অংকটা। বলা হলো- "তিনশ দেবো"। দরাদরির বায়না পুষিয়ে সে আমাকে তিনশতেই দিলো। তবে এর জন্য আমাকে বাইতে হলো আরও এক তলা। অর্থাৎ ৭ম তলা!

ভারী ব্যাগ আর হালকা মন নিয়ে যাওয়া হলো রুমে। ছোটখাটো রুম, একটা টেবিল, তার ওপর সাদা আবরণ এবং একটা সাদা ধবধবে বিছানা দেখে মনে হলো জীবনটা হয়তো মন্দ না। রুমের ভাঙা দরজায় ওপরে লেখা ছিল 'হোটেলবন্ধু ৭১০'।

ব্যাগ ট্যাগ হোটেলবন্ধু ৭১০-এ রেখে মনে হলো গোসলটা সারা দরকার। গোসল সেরে ঘুমোতে যাবার কথা ভাবতেই ক্ষিধে এসে বলল- চলো নাস্তা করি।

অগত্যা ক্ষিধেকে সাথে করেই নাস্তা করতে বেরোনো হলো ঘুম ঘুম চোখে। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নীচের একজন রুমের সামনে থেকে ডাক দিয়ে বলল, "এ্যায়! এ্যায়! এদিকে আসো। কড়া আর কর্কশ সেই ডাকে ঘুমন্ত চোখ জেগে উঠল নিমিষেই!"

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্তভাবে তাকে বলা হলো, "কী সমস্যা?!"

সে সমস্যার কথা না বলে এক শব্দের একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলো... জোড়ালোভাবে বলল--- ইসটাপ (Staff)?!

রাগে মাথা ধরে এলো খুব, আর মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো-

"আমারে দেইখা কি আপনের ইস্টাপ মনে অয়?! আর এ্যায় মানে কী? হয় 'এ্যায় ভাই' হবে আর নইলে শুধু 'ভাই' হবে... স্টাফ হলেও তাকে এভাবেই ডাকতে হবে, সুন্দরভাবে!"

শেষমেশ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিজেকে বলা হলো, যাক এই উদ্ধতকে একটা জন্মের শিক্ষা দিয়ে দেয়া হলো। আর ভাবা হলো, এই ইস্টাপের জীবনটা দিয়ে আর কী কী করা যেতে পারে!

নাস্তা সেরে মা'কে ফোন দেয়া হলো, ভিডিওতে। দেখানো হলো তার 'ইসটাপ' ছেলের হোটেলস্থ বিলাসবহুল জীবন।

হালকা ঘুমিয়ে কোট-টাই, জুতো পরে বেরোনো হলো গন্তব্যে। গন্তব্যটা ঠিক পাশেই ছিল হোটেলের।

একটু হাঁটতেই চোখে পড়ল সাদা ধবধবে খুব উঁচু একটা বিল্ডিং।

বিল্ডিংটার একেবারে চূড়োয় লেখা ছিল 'আইএফআইসি টাওয়ার'।

ঢুকতেই আরও কিছু সঙ্গী পাওয়া গেল একই গন্তব্যের। লিফটের ভেতরে ঢুকে সংখ্যাটা দেখা গেল ১৮!

লিফটে ওঠার পর মনে হলো এটা লিফট নয়, নাসার কোনও একটা রকেট!

নাসার রকেটের খুব তাড়া ছিল। আঠারো তলা নয় সেকেন্ডে পার করে সে আমাদের পৌঁছে দিলো চাঁদে।

চাঁদে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর হাতে পাওয়া হলো একটা খাম, ওপরে লেখা ছিল 'Appointment Letter'।

একটা চাকরি। সেই বহুল কাঙ্ক্ষিত চাকরি। কতজনের কাছে ধর্ণা দিয়ে, না পাওয়া সেই অভিমানের চাকরি।

[গল্প শেষে ভাবা হলো- এই রিযিকের দায় আমি খোদার ওপর ছাড়া আর কাউকে দিতে পারি না এবং এই আমিই কী ভীষণভাবে তাকে অনুভব করা থেকে বিচ্যুত হতে পারি না, জীবনের যেকোনো সংকটময়তায়।]

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৭০১
রাঙ্গুনিয়া উপশাখা, চট্টগ্রাম

# মনের আন্দোলন

**ওমর ফারুক**

শীতের প্রায় শেষ দিক। বসন্ত আসি আসি করছে। শীত-বসন্তের সন্ধিক্ষণ মিলে মৃদু মন্থর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সাদিফ তার রুমে ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে শুয়ে আছে। তার ঘুমও আসছে না আবার বিছানা থেকে উঠতেও ইচ্ছা করছে না। এমন সময় পাশের রুমের রিপন মামা সাদিফের রুমে ঢুকে হৈ রৈ শুরু করে দিল।

- কী ব্যাপার সাদিফ, তোমার শইলটা কি খুব খারাপ?

- না, মামা। শরীর ঠিক আছে।

- শইল ঠিক থাকলে এভাবে ঝিমাইতোছো ক্যান?

তোমাগো মতো বয়সে আমরা একটুও স্থির থাকতাম না। সকালে একবার বের হলে ফেরার কোনো নামগন্ধ থাকত না। আর তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুরগির মতো ঝিমাইতোছো! দাঁড়াও, তোমার জন্য চায়ের ব্যবস্থা করি। চা খাইলে শইল চাঙ্গা হইব। রিপন মামা মেসের করিমকে গলা ফাটিয়ে ডাকতে শুরু করল চায়ের জন্য।

- করিম, আমাদের জন্য চা নিয়ে আয়, চিনির পরিমাণ এক ও দুইয়ের মাঝামাঝি দেড় চামচ। তোর যাবার সময় যতজনের সাথে দেখা হবে ততটা চা আনবি। একটা ছোট-খাটো চা পার্টির দরকার। এই মেসের সব লোকদের ঝিমুনি রোগে ধরছে। সবার রক্ত গরম করতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সাত আট কাপ চা হাজির হলো। রিপন মামা বলে উঠল, আমার একটা প্ল্যান আছে।

- সাদিফ বলল, কী প্ল্যান মামা?

- এখানে আমরা আট জন আছি। প্রত্যেকেই আমাদের সামনে কোনো কিছু উপস্থাপন করে আমাদের বিনোদন দিবে। সেটা হতে পারে কবিতা, ছড়া, গান, নাচ, আবৃত্তি, কৌতুক।

আলম চাচা খানিকটা বিচলিত হয়ে ইতস্তত করে বললেন, কী যে বলেন ভাইজান, এই বুড়ো বয়সে নাচ-গান করে আনন্দ করব!

রিপন মামা গর্জন করে বললেন, শিক্ষার যেমন কোনো বয়স নেই, তেমনি আনন্দেরও কোনো বয়স নেই। মামা সাদিফকে বলল, তোমাকে দিয়েই আমাদের আয়োজন শুরু হবে।

সাদিফ তো হতভম্ব। সে ভেবে পেল না এখন কী করবে। পরক্ষণে মাথায় এলো মামা যেহেতু রক্ত টক্ত গরম করার কথা বলছে, তখন একটা বিদ্রোহী টাইপের কোনো গান বা কবিতা বলা যাক। আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনেক বিদ্রোহী কবিতা আছে। তার মধ্যে 'কারার ঐ লৌহ কপাট' কবিতা বলি। সাদিফ বিদ্রোহী ভঙ্গিমায় গানের সুরে কবিতাটি বলা শুরু করল। বাকিরাও তার সাথে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল। এমন পরস্থিতি সৃষ্টি হলো যেন তারা সত্যি সত্যিই কোনো আন্দোলন করছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে সবার প্রাণ চাঞ্চল্য বেড়ে গেল।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯২২৯
করিমপুর উপশাখা, নরসিংদী

# চাদর

**মেহেদী হাসান**

-কাল আসেননি যে?

-খেয়াল করেছ তুমি?

-অনেক দিন ধরে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া একটা ঘটনা হঠাৎ করে আড়াল হলে চোখে পড়ে বেশ।

-আমিও আসিনি এজন্যই। ভাবলাম, দেখি ব্যাপারটা তুমি খেয়াল করো নাকি।

-চোখ জোড়া এত লাল হয়ে আছে কেন আপনার? শরীর খারাপ?

-তেমন কিছু না। জ্বর জ্বর ভাব হচ্ছে কাল থেকে। কে জানে হয়তো আসবে।

-আসবেই তো। এত পাতলা একটা চাদর গায়ে এমন শীতের রাতে কেউ বের হয়?

-চাদর গায়ে হাঁটতে ভালো লাগে।

-হয়েছে আর মিথ্যে বলতে হবে না। আপনার অন্য কিছু নেই বলে এই পাতলা চাদর জড়িয়ে ঘুরে বেড়ান।

-তাই বুঝি? তা কী করে বুঝলে?

-পছন্দের মানুষের সামনে কেউ এমন মলিন পুরনো চাদর গায়ে আসে না।

-কী বলব বুঝতে পারছি না।

-কিছু বলতে হবে না। আচ্ছা আমি চলে যাবার পর রাস্তার ওপাশের শিমুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন রোজ?

-তুমি এটাও জানো?

-আমি জানি। এও জানি আমার ঘরের বাতি না নিভে যাওয়া পর্যন্ত আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন। এতে কতটা ক্ষতি হয় আমার জানেন? রোজ আমার আগে শুয়ে পড়তে হয়। গত পরীক্ষায় রাত জেগে পড়তেও পারিনি।

-তোমার কথাগুলো এমন কেন? উত্তর দিতে পারি না।

-উত্তর লাগবে না। এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে একটা টিউশনও তো করতে পারেন। তাহলে তো আর পুরানো চাদর পরতে হয় না। আচ্ছা, ভালোবাসায় কারণ থাকতে হয় জানেন?

-কেন? কারণ লাগবে কেন?

-কারণ ছাড়া ভালোবাসা কারণ ছাড়াই বাড়তে থাকে। অথচ আপনিই বলুন, শিমুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সংসার করা যায়? তখন এই বাড়ন্ত ভালোবাসাটা শুধু চোখের জলই দিবে। আর কিছু না।

-একদিনে কি বেশি মুগ্ধ করা হয়ে যাচ্ছে না?

-হোক কিছুটা বেশি। রাত অনেকটা বেড়ে গেছে। আজ আর দেরি করবেন না। বাসায় চলে যাবেন। আর আগামী দু'দিন আসার দরকার নেই।

-না এসে কি পারা যাবে?

-পারতে হবে। যদি জ্বর বেশি হয়ে যায়? কারো কারো অনুপস্থিতি দু'দিনের জন্য সহ্য করা যায়। কিন্তু এর বেশি যায় না। আর আমার চাদরটা ধরুন। এটাকে ভেতরের দিকে দিয়ে উপরে আপনার চাদরটা পরে নিন। মানুষ যদি দেখে মেয়েদের চাদর পড়ে হাঁটছেন হাসাহাসি করবে।

কথাগুলো বলেই মেয়েটা হাঁটা শুরু করল। আমি তাকিয়ে আছি মেয়েটার দিকে। বোঝা যাচ্ছে ওর বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। তবু চাদরটা দিতে ইচ্ছে করছে না। বাসায় যেতে ওর বেশি হলে আড়াই মিনিট সময় লাগবে। কী আর হবে এতে। হয়তো দু'টো হাঁচিই দিবে। হাত ধোয়ার জন্য তারপর ছুটে যাবে। ছেলেদের মতো জামা প্যান্টে হাত মোছার ব্যাপারটা ওদের নেই। একটা এলোমেলো ছেলেকে গুছিয়ে তুলতে তাই হয়তো একটা মেয়ের দরকার। খুব দরকার।

আমি ওর চাদরটা উপরে পরেই হাঁটছি। লোকে যা ভাবার ভাবুক। সবাই চাদরটা দেখবে। চাদরের মাঝে লুকিয়ে থাকা উষ্ণতাটা কেউ দেখবে না। এতেই হবে। সব কি সবার দেখতে আছে? বুঝতে আছে? না। কিছু ব্যাপার একান্ত নিজের। নিজের অনুভূতি। ভালোবাসার চাদরে ঘেরা উষ্ণতার অনুভূতি।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮০৩৫
মাঝিরা উপশাখা, বগুড়া

# কবিতা

## গোপন অভিসার

**রবার্ট বিলিয়ম বাড়ৈ**

ওগো গোপন প্রিয়ে,
সন্ধ্যে রাতের আকাশ পানে থাকবে যখন চেয়ে
গুনগুনিয়ে কালো ভ্রমর আসবে সেথায় ধেয়ে।
কালো খোঁপায় বসবে ভ্রমর,
নাচবে দুলে দুলে।

আধার রাতে কুঞ্জ তোমার,
সাজবে নতুন ফুলে।

সুখের পাখি বসবে তোমার
মঞ্জুরিত ডালে।
তমোঃমনি জ্বালবে আলো
রাত্রি গভীর হলে।

তখন তোমার খনেক সময় হলে,
আমার কথা একটুখানি ভেবো।
দুঃখ ভেলায় সুখ সাগরে
একটু না-হয় দুলো।
তারার পানে আপন মনে
গোপন কথা ব'লো।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৯৫৪
বাড়ৈখালি বাজার উপশাখা, নবাবগঞ্জ

## চিহ্ন

**তামান্না ইসলাম তৃণা**

ক্ষত মুছে গেলেও কিছুটা চিহ্ন তো থেকেই যাবে,
আঘাত সঙ্গী করে বেঁচে থাকবে হৃদয়।
কারো চোখের জলে, কারো গিটারের সুরে।
যন্ত্রের মতো হেসে উঠবে ঠোঁট, আর তাঁর গানের খাতা।
মুখরিত হবে জীবনের সব অধ্যায়।
অপ্রিয় স্মৃতির মতো।
তবুও চলবে জীবন,
চিহ্ন আঁকড়ে ধরে আমার এই তো আলাপন।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬০২৫
পুরাতন জেলগেইট-ঢাকা উপশাখা, ঢাকা

## মৃত্যু

**মেহেদী হাসান**

অন্তলীন এক ছায়া- ধীরে ধীরে বয়ে যায়
গোপন শুন্যতায়- বংশ পরম্পরায়।
এরই ফাঁকে বেঁধে নেয়- যখন তখন ঘুনধরা বাসা।
শস্যের ক্ষেত জরাজীর্ণ হয়!
হেমন্তে নিঃশব্দে খসে পড়ে পাতা
শুন্যতার সকরুণ চোখে- মরমে গুমরী জলাশয়।
ঝরাপাতা অশ্রু ঝরিয়ে- কখনো কি রুখতে পেরেছে
চিরন্তন- গোগ্রাসী বলিরেখা?
খেলাঘরেই জাগে, এভাবেই- হঠাৎ হঠাৎ, শুন্যতারই হতাশা!

ধূ-ধূ কৃষ্ণগহ্বরের উজানীটান- চিরকাল আঁকে
বিদীর্ণ শুন্যতার অশ্রুমোচনীয় অন্তরাগ।
এ এক নিঃশব্দ বায়ু- ধূপের আগুনের মতো
ধীরে ধীরে হয় ক্ষয় ।
ভীনদেশি রাজকন্যার- এক সময় উড়ন্ত ওড়না
খাঁ-খাঁ মরুভূভমির উপত্যকায় নেয়
ধূ-ধূ বালুচরের আশ্রয়!
বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে ইতিহাসই লেখে তার জয় পরাজয়।
পথ কখনো, পথ থেকে- যায় সরে
দুরন্ত চিল- মাংসপিণ্ড নেয় কেটে
রক্তের স্বাদ যে পেয়েছে একবার
শিরা উপশিরায় ঢেউ- ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
মনোবীণার টানে অধিক সহস্রবার!
পাখি যেতে চায়, দূরে-বহুদূরে
নীল আকাশ- জ্যোৎস্নার পথ ধরে
অলিক সুখের বীজ- শাখা প্রশাখার মায়াজাল
তারায় তারায় নৈসর্গিক মায়ায়
সব মুছে একদিন অমৃত বার্তা শোনায়।
ক্যাকটাস কি পেরেছে- পর্ণমোচী হয়েও
দিগন্ত সমুদ্রে সাঁতরে সাঁতরে
দাঁড়ি কমা ছেদ এড়াতে?
বৈশল্যকরণি আজ অ্যাপেনডিক্স
বিবর্তনের চেনা অচেনায়
ডুব দিতে চায়- নিঃসঙ্গতায় হারাতে।
গোধূলি কি দেখেছে রাত্রির নিঃসঙ্গতা
নাকি শুধুই কল্পনা
সাঁকো নড়বড়ে হলে- জ্যোৎস্নার রং মুছে যায়
তখন তুমি আমি সবাই- পৃথিবীর হা পিত্যেশ
জীর্ণ নদীর আলপনা!
অতৃপ্তির বদহজম- তবুও খাদ্যের মধ্যে
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে- শস্যের দীর্ঘশ্বাস
বর্ণদ্যুতির শৃঙ্খল যায় ভেঙে
ইহলোক পরলোক ডাকে আয় আয়
ষড়রিপুতে জাগে ঝঞ্ঝাট উদ্ভট নাভিশ্বাস!
গাঙচিলের সোনালি অতৃপ্তি স্বপ্ন
মেঘভাঙা রোদ্দুরে আঁকে- বিষম অভিসম্পাত
ধীরে ধীরে বিলীন হয়, এইভাবেই- জন্ম জন্মান্তর
কাব্যলালিত্যের ধারাপাত!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮০৩৫
মাঝিরা উপশাখা, বগুড়া

## এমন যদি হতো

**মোক্তার হোসেন**

এমন যদি হতো,
তুমি বুনো হাঁস আমি মুক্ত মহাকাশ।
আমি জীবনানন্দ তুমি বনলতা লাবণ্য।

এমন যদি হতো,
তুমি রুপালি চাঁদ আমি বিরহী আকাশ।
তুমি কাব্য আমি উপমা, ছন্দ।

এমন যদি হতো,
তুমি রাধার নীল শাড়ি আমি অভিসারী রাত।
তুমি জ্যামিতিক প্রেমের বিন্দু আমি ত্রিভুজ, ট্রাপিজিয়াম, সামান্তরিক, বর্গ।

এমন যদি হতো,

তুমি $H_2$ আমি O।
তুমি কম্পিউটারের কিবোর্ড আমি অনুলিপি, বর্ণ।

এমন যদি হতো,
তুমি আফ্রোদিতি আমি কিউপিড।
তুমি মোনালিসা আমি ভিঞ্চি।

এমন যদি হতো,
তুমি পাহাড়ী ঝর্ণা আমি খরস্রোতা নদী।
তুমি রং-তুলি আমি চিত্রকর্ম।

এমন যদি হতো,
তুমি রেশমি চুরির কনকন আমি প্রথম পরশ কুমারীর।
তুমি সোনালি সকাল আমি প্রভাতের সূর্যোদয়।

এমন যদি হতো,
তুমি আমার কবিতা আমি তোমার ছন্দে গাওয়া গান।

রৌদ্রেও পুড়বে না তুমি বৃষ্টিতেও ভিজবে না তুমি।
যেমনি আছ তেমনি রবে আমার প্রতিমা তুমি।

## অভিমানী

**মোক্তার হোসেন**

আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার
কুড়ি পঁচিশ কিংবা ত্রিশ বছর পর।
সেই মেঠো পথ, রাখাল বাঁশির সুর
অক্ষয় কলেজ ক্যান্টিন, স্পন্দনহীন পুকুরপাড়
উদ্যম দুই কিশোর-কিশোরীর ছলছল চোখ,
আনমনে ভাসা, সাগর-মরু-কানন-গিরি
শেষে আবার ফিরে আসা।

তেপান্তরের ডানায় ভরে কাটা সেই দুপুর-বিকেল বেলা।
অফুরন্ত সেই বাঁশি হঠাৎ গেছে থেমে-
ঘুরে ফিরে আবার এসে পড়বে কি আমায় মনে?
তোমার সেই খেরোখাতা, ওড়নায় আঁকা তুলি

হাসির ভারে উপচে পড়া পদ্মপাতার জল।
বেড়েছে বয়স নুয়েছে তনু,
তবু এখনও তোমার আছে!
তিলক রেখার প্রজাপতি, অধর কম্পিত পুষ্পিত হাসি
নীল সাগরের ঢেউয়ে ঘেরা, রাতের আকাশে শুকতারা।
মেঘের আঁচলে ঢাকা, পুকুরপাড়ের গন্ধজবা।
মধ্যবয়সি নারী আজও কি তুমি অভিমানী?

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৭৩১
কলারোয়া উপশাখা, সাতক্ষীরা

## রক্ত-জবা

**মো. শরিফুল আলম শাওন**

নির্জনতায় তোমার মায়া;
আমার শরীরে মৃত্যুছায়া।
হৃদয় মাজারটা বড্ড ফাঁকা;
রক্তের সাথে কিছু বেদনা মাখা।
আকাশ যখন জোৎস্না ছড়ায়;
হৃদয় তখন রক্ত ঝরায়।
শুভ্রতায় ভরা এক বিন্দু নীলাভ জোৎস্নায়;
কখনো হাসায়,
কখনো কাঁদায়;
আবার অজানা কোনো এক ব্যথায়
আমার নিথর দেহ পড়ে থাকুক,
কিছু রক্ত-জবায়।

## সে

**মো. শরিফুল আলম শাওন**

সে,
যেন কল্পনায় এক কল্পলতা, অন্ত যৌবনা বালা,
অভিমানে তার অধর ভরে ঠিক সন্ধ্যাবেলা।

সে,
নয় বিভীষিকার শিখা, নয় বুকের দগ্ধ ক্ষত,
চুম্বনে তার সুন্দর হয় স্রষ্টার সৃষ্টি যত।

সে,
যেন বৃষ্টির প্রতিটি কণা, হিমুর কদম পূজারিণী রূপা,
তিক্ত অভিমানে রাঙা ছিন্ন পদ্মসম চাঁপা।

সে,
আমৃত্যু লম্বিত প্রথম দেখা চাঁদ চুয়ানো মুখ,
আমার আঁকা ছবি, আত্মাজুড়ে থাকা চরম সুখ।

সে জানুক,
আমার সমগ্র সত্তাজুড়ে আছে তার অসুখ,
সে একবার হাতটি ধরুক, আমায় ভালোবাসুক।

## দীপাবলি

**মো. শরিফুল আলম শাওন**

দীপাবলি তুমি কি আগুনের মতো জ্বালাময়ী?
নাকি শ্রাবণের প্রথম সৃষ্টি হওয়া স্নিগ্ধ বৃষ্টি?
আমার মনে হয় দুইয়ে মিলেই হয় দীপা।
সাতকাহনের একটি মেয়ে,
নয় সে নাটরের বনলতা।
বেলি, শিউলি, কামিনী, রক্ত-করবী
শত রঙে রাঙিয়ে রাখে তার খোঁপা।
দীপা,
সে তো জীবনানন্দের কবিতার মতো একা,
কিন্তু স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়া নিরন্তন রেখা।
দীপা,
সে তো স্নিগ্ধতা আর সাহসিকতার শত ছবি,
তাই তোমার প্রেমে পড়ে মাঝে মাঝে হই কবি।
আমি জানি তুমি ছিলে কতটা একা আর নিঃস্ব,
তারপরও বন্দি রাখতে পারেনি এই পুরুষশাসিত বিশ্ব।
আমার এই কবিতা তোমারই অশ্রুজলে আঁকা,
খুব যত্নে আর মায়ায় লেখা একটি নাম দীপা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৫৫০
সাচনা বাজার উপশাখা, সুনামগঞ্জ

## বাংলাদেশ হবে একদিন স্বপ্নপুরী

**প্রদীপ চন্দ্র দাস**

আসলে আঘাত আমি রুখব নির্ঘাত,
দেশের তরে করব নিজেকে উজাড়।
নিজ ভূমে হবে না হায়েনাদের আবাস,
শান্তির সংস্পর্শে একত্রে করব বাস।
অন্যায়কে দেব না কোনোদিন প্রশ্রয়,
অসহায় দরিদ্রদের দেব আশ্রয়।
দুর্নীতির বিরুদ্ধে করব প্রতিবাদ,
দেশের যেন না হয় কোনো অপবাদ।
বিবেক যেন না হয় কখনো দংশিত,
বিশ্বাস হৃদয়ে হবে না কেউ শংকিত।
জঞ্জাল যত ঝেটিয়ে করব বিদায়,
কেউ পারবে না করতে চাঁদা আদায়।
বাংলাদেশ হবে একদিন স্বপ্নপুরী,
অন্তঃস্থল থেকে সেই আশাই করি।

*(বি.দ্র. কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কবিতাটিতে ১৪টি লাইন ও প্রতিটি লাইনে ১৪টি অক্ষর রয়েছে।)*

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩১৭১
প্রগতি সরণি শাখা, ঢাকা

## অবেলায়

**আবু সুফিয়ান শেখ**

তুমি পুরোনো শ্রাবণ হয়ে ঝরো, পাঁজরের চৌকাঠে।
যখন ঝুম বর্ষার পানসে ছিঁচ চোখে পড়ে,
কপালের ভাঁজে হিম আনে আষাঢ়ের জল,
লজ্জা ঝেড়ে ওঠে সজনে-মুকুল,
দেবদারু বনে মৌসুমি ডাক, প্রেমের নতুন পাঠ,
টিনের চালে শব্দদূষণ যেন তোমার আগমনী গান।

তুমি গাঢ় চুম্বনের উষ্ণতা, আস্বাদ নিয়ে ঝড়ে পড়ো
ঝুম বর্ষার রাতে... আমার অবেলায়।
যখন নিয়ম ভাঙার মৌন মিছিল, ঝড়ো হাওয়া বন্দরে,
খুশকি ভরা চুলে তুমি আঙুল চালাও, বিলি করো,
বিদায়ের গানগুলো বিরহ ছেড়ে যায়।
বারংবার বলতে ইচ্ছে হয়
আমি আর ভেঙে নেই, আমি আর ভেঙে নেই

যতদিন ভিসুভিয়াসের লাভা বুকে বেঁধে আছি,
অবসরে স্মৃতি হবে চিনচিনে ব্যথা,
টেলিপ্যাথি ক্ষয়ে ক্ষয়ে লীন হবে প্রগতির ঝড়ে।
উপেক্ষা-গ্লানি-অশুদ্ধ আর্তনাদ, ডিণ্ডির হয়ে ফুলে থাক
তবু কবিতার ঝুল ভেঙে ঠিক হবো ডাকসাইটে ঠগ।
... হয়তোবা দূরে আছো, ঘ্রাণ হয়ে জেগে আছো।
যতদিন ধূলোমাখা চলাচল রবে সটান ভূমির ঘাসে,
দেখে নিও, একঘেয়ে নীল রবে ঠিকই অসার আকাশে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৫৫৪
বাগেরহাট শাখা

## দর কষাকষি

**মো. শরীফ উদ্দীন**

ব্যস্ততায় ভরা এই নগরীর রাস্তায়,
ভাসমান দোকানে পণ্য মেলে সস্তায়।

পথিকের পদযাত্রা হঠাৎই থামে
দোকানি আর মহিলার কষাকষি দামে।

স্যান্ডো গেঞ্জির দাম পঞ্চাশ টাকা শুনি
কণ্ঠেতে মহিলার হুঙ্কার ধ্বনি,

চিৎকারে মানুষের বাড়ে আগমন
জড়ো হয় জনতা শুনে দিয়া মন।

পঞ্চাশ টাকা দাম দোকানির চাওয়া
বিশ টাকায় ঢের বেশি, আরো কমে যায় পাওয়া।

এমন কথা শুনে ভাবি মনে মনে
বিশ করে দিলে পরে নিবো দুখান কিনে।

পরক্ষণেই তিরিশ টাকা দিতে হয় রাজি
পঞ্চাশের কমে নয়, দোকানদার পাজি।

নব্বই টাকা নেন দুখানা নিবো
ডজনখানি নিলেও কমে নাহি দিবো।

একশত টাকা দিয়ে নিয়ে নিলো শেষে
এত এত দরদামের ফায়দাটা কীসে...?

## আইএফআইসি আইডি কার্ড

**মো. ফরিদ হোসেন**

আইএফআইসি আইডি কার্ড,
ড্রেস কোডের সঠিক মার্ক,
১০টা থেকে ৫টা,
শক্তি জোগায় পুরোটা।

শোভা পায় অফিস পোশাক,
আইএফআইসি আইডি কার্ড,
চলার পথে আইডি কার্ড,
হয়ে থাকে বডি গার্ড।

সাক্ষী থাকে নীরবে,
পক্ষ দুইয়ের ভেতরে,
আমার বাড়ি, আমার ভবিষ্যৎ,
জীবনযাপন নিরাপদ।

অন্যের চোখে আইডি কার্ড,
সম্মান থাকে বারোমাস,
ধন্যবাদ আইএফআইসি ম্যানেজমেন্ট,
তোমরাই আমার শক্তিশালী বেইজমেন্ট।

এমপ্লয়ি আইডি : ১৯৭২
চাঁদপুর শাখা

## আমার শিক্ষক

**রাসেল শেখ**

দেখিলাম হঠাৎ চোখে পড়ে গেল
জীর্ণ চায়ের দোকানে তক্তপোশে বসি
পেয়ালা হাতে এক বৃদ্ধ পুরুষ
কাছে গিয়া উৎসুক নয়নে তাকিয়ে
নম্র কণ্ঠে বলিলাম
“স্যার”
কে?...
একটি অস্পষ্ট স্বর এলো বেরিয়ে
শরীরে তাহার নেই আগের মতো
ফোটা পুষ্পের যৌবন।
যেভাবে যেকোনো বেঞ্চের ছাত্র-ছাত্রীর কথা বলার লুকোচুরি
ধরিতে পারিত, বুঝি তা তাহার কাছে দুঃসাধ্য ব্যাপার।
চোখে সহায়ক গগল
আর একখানি ছাতা

এ দু'টি তাহার কাছে অমূল্য রতন ।
কেমন আছেন?
জবাবে পেলাম তাহার অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাস।
শিক্ষকতার ৩০টি বছর
অতীতের স্মৃতিকাতরতার দিনগুলি নিয়ে
জীবন তার কোনোমতে যাচ্ছে পেরিয়ে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৭২২
চিতলমারি বাজার উপশাখা, বাগেরহাট

## পুনর্নবা

**মো. রিয়াদ আকন**

বৈশাখী হাওয়ায় যখন গাছের শাখা টালমাটাল
তুমি এলে পুরনো ছাঁচে নতুনের বেশে
জাহাজী খুঁজে পেল তার কাঙ্ক্ষিত তটরেখা
দূর থেকে পরিলক্ষিত হয় সবুজের আভা

পুনর্নবা, তুমি মরুর বুকে হিমেল হাওয়া
পরক্ষণের বর্ষণে জন্ম দিলে উর্বর মাটি
নিমিষেই চিরচেনা সব ফাটল গেল মুছে
সজীব করে দিলে তোমার অরুণোদয়কে

শুভ্র তুষারে আচ্ছাদিত নদীর মতো দেহ
ঘন অরণ্যে বিচরণরত মায়াহরিণের চোখ
শীতের রাতে লালচে বাতির মতো ঠোঁট
জিতে নিলে মন, যেন অনুমতি নিষ্প্রয়োজন

সন্ধ্যা নেমে রঙিন স্বপ্ন বিবর্ণতা পায়
তুমিও মিলিয়ে যাবে অপার সমুদ্রের বুকে
পূর্ণতা পাবে তোমার জীবনের মূল লক্ষ্য
পুনর্নবা, তুমি হাজার বছর বেঁচে থেকো

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯১৩৯
সাভার বাজার শাখা, ঢাকা

## আমি

**এম. আই. সুমন**

আমি পথে পথে চলি
আমি পথের ধুলোয় খেলি
আমি পথের হাওয়ায় দুলি
আমি পথে পথে চলি।।

গুটি গুটি পায়ে পথ চলেছি
এইনা পথের সাথে
ধুলোর স্তূপে ঘর বেঁধেছি
সারা পথের মাঝে,
ঝড়-বৃষ্টি মাথার উপর
সকাল-সন্ধ্যা সাঁঝে
বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিই শুধু
আমার প্রেমে কাঁদে।।

গ্রীষ্ম-বর্ষা পার হয়ে যায়
হাঁটু জলে ভেসে
শরৎ-বসন্তের বার্তাগুলোও
মনের মাঝে হাসে,
শীতের রাত্র মহাকষ্টময়
সারাক্ষণ গলা কাশে
কাতি-আগনে কুকুর কামড়ে
ভরে যায় পথ লাশে।।

পথের ধারে বাজতে থাকে
আমাকে নিয়ে গান
মৃদু স্বরে ঘাসফুলগুলো
বেহালায় মারে টান,
মনুষ্যত্বের চাদরে কভু
করি না অভিমান
সারা দিনের রোজগার আমার
একটা কিছু দান।।

বর্ণমুখর উৎসবগুলোয়
কতনা বাজনা বাজে?
পথ-প্রান্তর আলপনা মেখে
নতুন রূপে সাজে,
আকাশ-কুসুম ভাবনা ভেবে
মন রাঙা যায় লাজে
আমিতো থাকি আমার মতোই
নিজেকে মেলে কাজে।।

কাজটি আমার হাইওয়ে নয়
শহরের অলিগলি
সামান্য কিছু দানের আশায়
দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলি,
আমি পথে পথে চলি
আমি পথের ধুলোয় খেলি
আমি পথের হাওয়ায় দুলি
আমি পথে পথে চলি।।

('আমি' সম্প্রদায় বলতে শহরের অলিগলিতে বিচরণ করা অনাথ শিশুদের বোঝানো হয়েছে, যারা পথে পথে হাঁটে, পথের পাশে ধুলোর স্তূপে ঘড়বাড়ি বানিয়ে থাকে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ধরে রাস্তায় কষ্ট করলেও প্রকৃতি ছাড়া তাদের কেউ দেখবার থাকে না, তবুও তারা নিজেকে অভিমানের সাগরে জড়ায় না। তারা নিজেকে মেলে দেয় সামান্য কিছু দানের আশায়, সামান্য কিছু খাবারের আশায়। তাদের কখনো উৎসব আসে না, তারা নিজেকে উৎসবে কখনো মাতিয়ে তোলে না। হাজারো লাঞ্ছনা-গঞ্ছনা পেরিয়ে বরাবর খাবারের আশায় বিচরণ করে পথে পথেই।)

নিমতলা উপশাখা, আগানগর

## সুন্দর অন্ধকার

**অরুন নন্দী**

কী সুন্দর অন্ধকার!
মনে হয় যেন, একে ভেদ করেই চলছে আমার জীবনটা।
আর অন্ধ শূন্যতায় ভাসছে,
আমার শরীর-মন দু'টোই।
তবুও যেন মন
নির্লিপ্তভাবে শান্তি পাচ্ছে।

হঠাৎ এর মাঝে
একটা জোনাকির প্রদীপ,
অন্ধকারের সব সৌন্দর্যকে
ভঙ্গ করে দিল,
আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো,
আশাগুলোকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল,
একেবারে মেরে ফেলার জন্য।

সত্যি কি সুন্দর!
কী সুন্দর-ই না ছিল
আমার সেই অন্ধকার,
যেখানে হয়তো স্বপ্ন ছিল না,
কিন্তু সেখানে দুঃস্বপ্ন-ও ছিল না।
সেখানে হয়তো আশাগুলো
রঙিন ছিল না,
তবে কোনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতিও ছিল না।
কী সুন্দর-ই না ছিল আমার সেই অন্ধকার!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪১২৩
ভুঁইগড় শাখা, নারায়ণগঞ্জ

## বেঁচে থাকার দুঃসাহস

**এসএম আলি আজম**

প্রতিধ্বনিহীন বর্ণের ফাঁপা শহরে-
আলো মুড়িয়ে উবে যায় অন্ধকার চিৎকার, অশ্রুত

তোমাদের আঙ্গিনায় ছুড়ে ফেলা, মুঠো ভরা
চরণের অভিশাপই, মহাকালের বাস্তব কবিতা।

তবু উদ্বেগহীন পাদুকার ক্ষয়ে যাওয়া অস্তিত্বে
পুরনো জীবন ঘষেমেজে চলে কায়িক রং তামাশা।

অনাদায়ি পাওনা চায় ভবিষ্যৎ,
হারানোর কিংবা পাওয়ার আশায় জাগা রাতে
আকাঙ্ক্ষার উদ্যান গর্জে ওঠে সহসা
তোকে মরতে হবে, কোনো শর্ত নেই।

নব্য, প্রাচীন ইতিহাস পুরে নেবে এতকাল
সঞ্চিত তীর্থের অবক্ষয়, বিলাসী চৌকাঠ
অবিনীত গহনার ছন্দ-রাগ টুং টাং।

নিদ্রাহীন গাঢ় অন্ধকার আর নির্জনতার জয়
আমরণ তবু একাকী না হওয়ার আন্দোলনে,

বেঁচে থাকার দুঃসাহসে কণ্ঠ ফাটাবে অন্য কেউ
-অন্য অনেক অবহেলা বুকে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৪২০
কক্সবাজার শাখা

# আইএফআইসি ব্যাংক ইভেন্টস্

## চট্টগ্রামে শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক হওয়ার গৌরব উদ্‌যাপন করল আইএফআইসি

শাখা ও উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক হবার সাফল্য উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গত ২৮ জুলাই, ২০২৩ (শুক্রবার) বন্দরনগরী চট্টগ্রামের র‍্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউ-তে দিনব্যাপী এক সভার আয়োজন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। এই সভায় আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে অবস্থিত আইএফআইসি ব্যাংকের সকল শাখা-উপশাখার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

সভার শুরুতে ব্যাংকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করা হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হেড অব ব্রাঞ্চ বিজনেস মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আগ্রাবাদ শাখার চিফ ম্যানেজার ইকবাল পারভেজ চৌধুরী। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত ব্যাংকের শাখা-উপশাখাগুলোতে আমানত সংগ্রহ, লোন প্রদান এবং লোন রিকভারিতে সাফল্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় কর্মীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মঞ্চে শাখা ও উপশাখার প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইএফআইসি ব্যাংকের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার। এসময় তিনি উপস্থিত কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং তাদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

## ১৩০০ শাখা-উপশাখায় দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করল আইএফআইসি ব্যাংক

'বৃক্ষ হোক জীবনের ছায়াসঙ্গী' এই স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছে শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি। সবুজায়নের অঙ্গীকারে ব্যাংকের ১৩০০ শাখা-উপশাখায় মাসব্যাপী এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। গত ২৬ জুলাই ২০২৩ সকাল ১১:০০ টায় আইএফআইসি ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার ও বিশিষ্ট নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার আইএফআইসি টাওয়ার প্রাঙ্গণে বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় শাহ আলম সারওয়ার বলেন, "দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আমাদের শাখা-উপশাখাগুলোতে কর্মীরা উৎসবমুখর পরিবেশে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছে যেটি মাসব্যাপী চলমান থাকবে। এই সবুজায়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে গাছের চারা প্রদান করা হচ্ছে"।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার আইএফআইসি ব্যাংকের পরিবেশের প্রতি সচেতনতামূলক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, "শাখা-উপশাখাতে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি আইএফআইসি বিনামূল্যে চারা বিতরণের যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেটি প্রশংসনীয়"। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

## আইএফআইসি ব্যাংকের উদ্যোগে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি-র উদ্যোগে ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফইইউ)-এর সহযোগিতায় লক্ষ্মীপুর জেলা শহরে গত ২২ জুলাই ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে 'মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ' বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা।

লক্ষ্মীপুর সদরের স্থানীয় একটি মিলনায়তনে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। আইএফআইসি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা জনাব শাহ মো. মঈনউদ্দিন-এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মহসিন হোছাইনী। বিএফইইউ-এর উপপরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম ও মনিরুল ইসলাম এবং সহকারী পরিচালক ফয়সাল কবির দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ৩২টি ব্যাংকের ৭২ জন কর্মকর্তাকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

## বাংলাদেশ ফিনটেক অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ অর্জন করল আইএফআইসি ব্যাংক

দেশের আর্থিক প্রযুক্তি খাতে উদ্ভাবনী সেবায় অবদান রাখার জন্য 'বাংলাদেশ ফিনটেক অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' অর্জন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি। সম্মানজনক 'ফিনটেক ইনোভেশন অব দ্য ইয়ার- ব্যাংক' ক্যাটাগরিতে এ সম্মাননা অর্জন করল প্রতিষ্ঠানটি।

গত ২৬ আগস্ট ২০২৩ রাজধানীর র‍্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে আয়োজিত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা স্মারক হস্তান্তর করেন। এ সময় আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় জনাব মো. রফিকুল ইসলাম ও গীতাঙ্ক দেবদীপ দত্ত সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরামের আয়োজনে ও বাংলাদেশ ফিনটেক ফোরামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ ফিনটেক অ্যাওয়ার্ড-এর এই দ্বিতীয় আসর।

# আইএফআইসি ব্যাংকে জাতীয় শোক দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে 'জাতীয় শোক দিবস-২০২৩'। ১৫ আগস্ট (মঙ্গলবার) ভোরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় জাতীয় শোক দিবস পালন কর্মসূচির। এ সময় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আইএফআইসি টাওয়ারে রোপণ করেন ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা। এরই ধারাবাহিকতায় সকাল ১১ টায় আইএফআইসি টাওয়ার মাল্টিপারপাস হলে শুরু হয় 'স্মরণ সভা ও দোয়া মহফিল'-এর। সভায় দেশব্যাপী সকল শাখা-উপশাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সরাসরি ভার্চুয়ালি এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদর্শন করা হয়। পরিশেষে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার-এর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস পালনের অংশ হিসেবে আগস্ট মাসব্যাপী ব্যাংকের সকল কর্মীরা কালো ব্যাচ ধারণ ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এর আগে গত ১৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত ৮৬৫তম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ শোক দিবসকে কেন্দ্র করে আলোচনা সভার আয়োজন করেন। একই সঙ্গে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় পবিত্র কোরআন খতমের আয়োজন করা হয়। এছাড়া আইএফআইসি ব্যাংক-এর বিভিন্ন শাখাসমূহের মাধ্যমে 'মানবিক সহায়তা কার্যক্রম'-এর আওতায় বিভিন্ন এলাকায় প্রান্তিক জনসাধারণের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দিবসটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ, বিশেষ কাটআউট স্থাপন, গ্রাহকদের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করতে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণসহ বিভিন্ন উৎকর্ষমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

# টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে আইএফআইসি ব্যাংক-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের বেশির ভাগ সদস্য শহীদ হন। যথাযথ ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে আইএফআইসি ব্যাংক দিবসটি পালন করে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৮ আগস্ট (শুক্রবার) গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন আইএফআইসি ব্যাংকের গোপালগঞ্জ, কাশিয়ানী ও টেকেরহাট ব্রাঞ্চ ও উক্ত ব্রাঞ্চ-সমূহের আওতাভুক্ত উপশাখাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ। শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

## ‘আইএফআইসি ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ড গবেষণা অনুদান ও বৃত্তি প্রদান ২০২৩’ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইএফআইসি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট ফান্ডের গবেষণা অনুদান ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০২৩ গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন কনফারেন্স রুমে আইএফআইসি ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্যোগে বিভিন্ন বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও গবেষণা অনুদান প্রদানের চেক হস্তান্তর করা হয়। এ সময় ২৫ জন শিক্ষার্থীকে গবেষণা অনুদান এবং ১৫ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২০১২ সালের ১৯ নভেম্বর সামাজিক কর্মকাণ্ডে (সিএসআর) অবদানের অংশ হিসেবে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি ও গবেষণা অনুদান প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে, যা পর্যায়ক্রমে ১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিভিন্ন বিভাগের কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে এই বৃত্তি ও গবেষণা অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও আইএফআইসি ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

## কুমুদিনী নার্সিং স্কুল অ্যান্ড কলেজকে সহায়তা দেবে আইএফআইসি ব্যাংক

সামাজিক কর্মকাণ্ডে (সিএসআর) অবদানের অংশ হিসেবে কুমুদিনী নার্সিং স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২০০ জন শিক্ষার্থীকে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে আইএফআইসি ব্যাংক। এ লক্ষ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ টাঙ্গাইলের মির্জাপুরস্থ কুমুদিনী কমপ্লেক্সে এ সংশ্লিষ্ট একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি-র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার ও কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল (বিডি) লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্সের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ চুক্তির আওতায় ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ২০০ ডিপ্লোমা নার্সিং কোর্স শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা নিশ্চিত করবে আইএফআইসি ব্যাংক।

## আইএফআইসি ব্যাংক-এর নতুন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
# মোঃ রফিকুল ইসলাম

আইএফআইসি ব্যাংকের নতুন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি ব্যাংকের হেড অব ব্রাঞ্চ বিজনেস হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এর আগে ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসইভিপি) হিসেবে ব্যাংকের প্রিন্সিপাল, গুলশান ও ফেডারেশন ব্রাঞ্চের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে আইএফআইসি ব্যাংক-এ যোগদানের আগে তিনি ট্রাস্ট ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। জনাব ইসলাম ১৯৯৮ সালে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে এবি ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করার পাশাপাশি তিনি দেশে ও বিদেশে ব্যাংকিং বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

## আইএফআইসি ব্যাংকের মেহেরপুর, নীলফামারী ও লালমনিরহাট শাখার শুভ উদ্বোধন

সবচেয়ে বেশি শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংকিং নেটওয়ার্কে সারা দেশের প্রতিটি মানুষকে ব্যাংকিং সেবায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মেহেরপুর, নীলফামারী ও লালমনিরহাটে আইএফআইসি ব্যাংকের নতুন তিনটি শাখার উদ্বোধন হয়েছে।

সম্প্রতি মেহেরপুর সদরে হোটেল বাজার রোডে উদ্বোধন হলো আইএফআইসি ব্যাংকের মেহেরপুর শাখার। শাখাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেহেরপুর। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ গোলাম রসুল, সভাপতি চেম্বার অব কমার্স, মেহেরপুর।

নীলফামারী জেলার হাজী মহসিন রোডের উত্তরা মিলস ভবনে যাত্রা শুরু করে আইএফআইসি ব্যাংকের নীলফামারী শাখা। শাখাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এস.এম. শফিকুল আলম ডাবলু, সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, নীলফামারী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খান মোহাম্মদ শাহরিয়ার, ওসি, নীলফামারী সদর থানা পুলিশ।

এরই ধারাবাহিকতায় লালমনিরহাট সদরের লালমনিরহাট চার্চ মিশনারি ভবনে উদ্বোধন হয় আইএফআইসি ব্যাংকের লালমনিরহাট শাখার। শাখাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ উল্যাহ। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের লালমনিরহাট শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন, রংপুর শাখার ব্যবস্থাপক মাহমুদা খাতুন ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

## আইএফআইসি ব্যাংক-এ শিশুদের চিত্রাঙ্কন উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠিত

শিশুদের কল্পনার জগৎকে বিকশিত করার লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক-এ কর্মরতদের সন্তানদের নিয়ে প্রতি বছরের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে চিত্রাঙ্কন উৎসব ২০২৩। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ আইএফআইসি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় (আইএফআইসি টাওয়ার)-এ আয়োজন করা হয় এ উৎসবের। এ বছরের অঙ্কনের প্রতিপাদ্য ছিল 'ছুটির দিনে'।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ এ সারওয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রায় চার শতাধিক অংশগ্রহণকারী শিশুদের হাতে বই, সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও অন্যান্য উপহার তুলে দেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ব্যাংকের কর্মীরা।

উল্লেখ্য, শিশুদের মাঝে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ২০১৭ সাল থেকে ব্যাংকের সকল কর্মীদের সন্তানদের নিয়ে আইএফআইসি ব্যাংক আয়োজন করে আসছে চিত্রাঙ্কন উৎসব। আর এই উৎসবে আঁকা শিশু-কিশোরদের ছবি থেকে বাছাই করে তৈরি করা হয় আইএফআইসি ব্যাংকের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার।

# নিউইয়র্কে চার দিনব্যাপী 'আইএফআইসি ব্যাংক রেমিট্যান্স রোড শো' অনুষ্ঠিত

বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'আইএফআইসি ব্যাংক রেমিট্যান্স রোড শো'। চার দিনব্যাপী আয়োজিত এ রোড শো গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস ও ব্রুকলিন শহরে।

শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি-এর মাধ্যমে দ্রুত, সহজ ও নিরাপদ রেমিট্যান্স বিনিময়কে উৎসাহিত করতে আয়োজন করা হয়েছিল এ রোড শো'র। প্রতিটি শো'তে আমন্ত্রিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও অনাবাসী বাংলাদেশিদের সামনে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে আইএফআইসি ব্যাংক-কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হয়।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ জনাব এ. আর. এম. নজমুস্ ছাকিব, কামরুন নাহার আহমেদ, মোঃ গোলাম মোস্তফা, সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার অনুষ্ঠানসমূহে বক্তব্য প্রদানসহ প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল রোড শো'র এই আয়োজন।

এ সময় উপস্থিত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার বলেন, শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি ইতোমধ্যে দেশজুড়ে পৌঁছে গেছে মানুষের দোরগোড়ায়। সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ব্যাংকিং চ্যানেল ও এমএফএস-এর মাধ্যমে প্রবাসীরা এখন প্রিয়জনের কাছে দ্রুত ও নিরাপদে রেমিট্যান্স পাঠানোর সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

রোড শো'তে অংশগ্রহণকারী প্রবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়ানোসহ বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

### আইএফআইসি ব্যাংক-কে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সাইটেশন প্রদান

এদিকে, নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে গত ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস ও বাণিজ্য মেলা ২০২৩' এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অনাবাসী নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি অনন্য সমর্থনের স্বীকৃতি হিসেবে সাইটেশন প্রদানের মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংকের প্রশংসা করেছে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি।

# আইএফআইসি ব্যাংকে উদ্‌যাপিত হয়েছে 'মধুমাস উৎসব ২০২৩'

আইএফআইসি ব্যাংক-এ জুন মাসব্যাপী প্রত্যেক শাখা-উপশাখায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে 'মধুমাস উৎসব ২০২৩'। মৌসুমী ফলের এই ঋতুতে ব্যাংকের সকল কর্মী, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে চলেছে এ আয়োজন।

আয়োজনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব শাহ এ সারওয়ার। এছাড়াও ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সম্মানিত গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ীরাও উপস্থিত ছিলেন। গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে এই উৎসব চলেছে মাসজুড়ে।

# শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলেন আইএফআইসি ব্যাংকের ছয় কর্মী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য আইএফআইসি ব্যাংকের ৬ কর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত ১৭ জুলাই ২০২৩ আইএফআইসি টাওয়ার প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২০২১-২০২২ এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত কর্মীদের হাতে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে সনদ, ক্রেস্ট ও চেক তুলে দেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী জনাব শাহ এ সারওয়ার। এ সময় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, হেড অব এইচআরএম ডিভিশন-সহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে টপ এক্সিকিউটিভ ক্যাটাগরিতে আইএফআইসি ব্যাংক শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ পেয়েছেন জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, এক্সিকিউটিভ ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে পেয়েছেন জনাব দিলিপ কুমার মন্ডল ও জনাব নাঈমুর রহমান, অফিসার ক্যাটাগরিতে জনাব জিয়াউর রহমান, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ক্যাটাগরিতে জনাব হেলাল আহমেদ এবং সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরিতে জনাব মোহাম্মদ শাহেব আলী।

অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব শাহ এ সারওয়ার বলেন, সরকার প্রবর্তিত শুদ্ধাচার পুরস্কার ব্যাংকের সকল কর্মীদের মাঝে কর্মোদ্দীপনা বাড়াবে।

উল্লেখ্য, ব্যাংকের কর্মীদের সততা নির্দেশিকা অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতির নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আইএফআইসি ব্যাংক এ নির্দেশিকা অনুসরণ করে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রবর্তন শুরু করেছে।

## আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মীদের শিশুদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মীদের নবজাতক ও বিভিন্ন বয়সের শিশুদের স্বর্ণের কয়েন প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়েছে। ১৩ মে, ২০২৩ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-এর সেনামালঞ্চ-তে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

দিনব্যাপী এ বর্ণাঢ্য আয়োজনে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব শাহ এ সারওয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক নবজাতক ও বিভিন্ন বয়সের শিশুদের পরিবারের কাছে গোল্ড কয়েন উপহার তুলে দেন। এসময় ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান জনাব কেএআরএম মোস্তফা কামাল ব্যাংকের কর্মীদের পরিবারের নতুন এ সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, আইএফআইসি ব্যাংক প্রতি বছর ব্যাংকের কর্মীদের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

# আইএফআইসি ব্যাংকে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘চিরঞ্জীব মুজিব’-এর বিশেষ প্রদর্শন

আইএফআইসি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ অবলম্বনে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘চিরঞ্জীব মুজিব’-এর বিশেষ প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুন ৮ ২০২৩ আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হল-এ প্রায় দুই শতাধিক কর্মীর উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা নিবেদিত এই চলচ্চিত্রটির প্রদর্শন করা হয় এবং একযোগে দেশব্যাপী ব্যাংকের সকল শাখা-উপশাখায় চলচ্চিত্রটি ভার্চুয়ালি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব শাহ এ সারওয়ার। এ সময় চলচ্চিত্রটির প্রযোজক জনাব লিটন হায়দার শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাক্ষরিত চলচ্চিত্রটির পোস্টার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে হস্তান্তর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

# যাদের হারিয়েছি

**ফাতেমা-তুজ-জোহরা**
আইএফআইসি প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ
কর্মস্থলে যোগদান : ২৪ নভেম্বর ২০২২
মৃত্যু : ৩০ আগস্ট ২০২৩

**শাহীন চৌধুরী**
উত্তরা ব্রাঞ্চ
কর্মস্থলে যোগদান : ১ নভেম্বর ২০০৯
মৃত্যু : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

# পরিবারে যারা এলো

**তাইফ জায়ান খান**

জন্ম : ৫ জুলাই ২০২৩
পিতা : কেএম আসাদুজ্জামান
বড়বাজার শাখা

**ফাতিমা বিনতে হাসান**

জন্ম : ৬ জুলাই ২০২৩
পিতা : মোঃ রাকিবুল হাসান
পোড়াদহ শাখা

**অয়ন্তি নন্দী**

জন্ম : ১৫ জুলাই ২০২৩
পিতা : বিপুল নন্দী
শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ উপশাখা

**আদিবা ইসলাম**

জন্ম : ১৮ জুলাই ২০২৩
পিতা : মোঃ দেলোয়ার মির
তারগাঁও উপশাখা

**নাহিয়ান নাভিদ**

জন্ম : ৩ আগস্ট ২০২৩
পিতা : মোঃ নাইম ইসলাম
বনগ্রাম বাজার উপশাখা

**জি এম মাহিদ রেজা**

জন্ম : ৪ আগস্ট ২০২৩
পিতা : জি এম মুজাহিদ হোসেন
চালনা বাজার উপশাখা

**মো. তাহমিদ ইসলাম**

জন্ম : ৪ আগস্ট ২০২৩
পিতা : মোঃ তরিকুল ইসলাম
উলিপুর উপশাখা

**আদিল আহনাফ**

জন্ম : ৬ আগস্ট ২০২৩
পিতা : মোঃ রাসেল আহমেদ
মেঘুলা বাজার শাখা

**নাইরা শেহজাদী**

জন্ম : ৮ আগস্ট ২০২৩
পিতা : মোঃ নাজমুল হোসাইন
দর্শনা শাখা

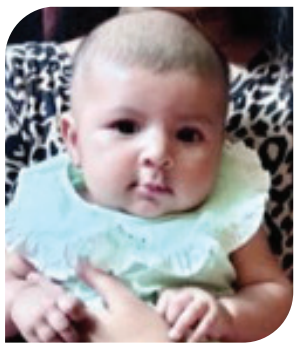

**ওয়াজিহা আরাফাত জুনাইনা**

জন্ম : ১০ আগস্ট ২০২৩
পিতা : মোঃ ইয়াসির আরাফাত
পল্লবী শাখা

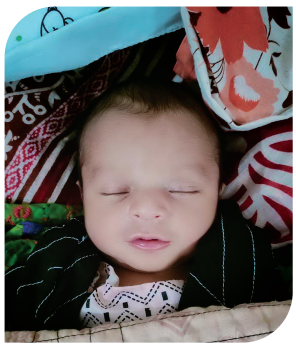

**আরশি ইমরোজ**

জন্ম : ১১ আগস্ট ২০২৩
পিতা : ইমরান আল হাবিব শওকত
আতুরার ডিপো উপশাখা

**সুদীপ্ত শিকদার**

জন্ম : ১৩ আগস্ট ২০২৩
পিতা : সুজন চন্দ্র
মানিকগঞ্জ শাখা

# পরিবারে যারা এলো

**বারাকাহ সিদ্দীক আইরা**

জন্ম : ১৩ আগস্ট ২০২৩
পিতা : মোঃ একে ইমরান সিদ্দীক
বিজয়নগর আমতলী বাজার উপশাখা

**এসকে ফারহীন আসফিয়া**

জন্ম : ১৫ আগস্ট ২০২৩
পিতা : এসকে মোহাম্মদ আলী
আইএফআইসি প্রধান কার্যালয়

**মোঃ ফারিজ হাসান**

জন্ম : ২৮ আগস্ট ২০২৩
পিতা : হাসিবুল হাসান
সাগরদিঘী উপশাখা

**আবদুল্লাহ-আস্-সানিম আহনাফ**

জন্ম : ২৮ আগস্ট ২০২৩
পিতা : মোঃ আসাদুজ্জামান
আইএফআইসি প্রধান কার্যালয়

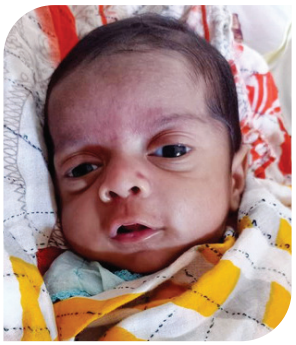

**আবদুল্লাহ-আস্-সানিম আহনান**

জন্ম : ২৮ আগস্ট ২০২৩
পিতা : মোঃ আসাদুজ্জামান
আইএফআইসি প্রধান কার্যালয়

**আশমিজা ইসলাম চৌধুরী**

জন্ম : ২৮ আগস্ট ২০২৩
মাতা : অনামিকা ইব্রাহীম
খিলগাঁও শাখা

**তাইয়্যেবা তাবাসসুম রাইনা**

জন্ম : ৩১ আগস্ট ২০২৩
পিতা : রবিউল ইসলাম
দিনাজপুর শাখা

**সৌমিনী কৈরী অর্ণা**

জন্ম : ৩১ আগস্ট ২০২৩
পিতা : বাবলু কৈরী
মৌলভী বাজার শাখা, ঢাকা

**মোহাম্মাদ সারাফ তাজওয়ার**

জন্ম : ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পিতা : মো. আবু বকর সিদ্দীক
খিলগাঁও শাখা

**মারিয়ম ফাইজা**

জন্ম : ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পিতা : রিয়াজুল হক
দনিয়া শাখা

**ফায়াজ আহমেদ চৌধুরী**

জন্ম : ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পিতা : গোলাম রাব্বী
পাইকষা বাজার উপশাখা

**রাধিকা সেন গুপ্ত**

জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পিতা : পাপন সেন গুপ্ত
আইএফআইসি প্রধান কার্যালয়

# পরিবারে যারা এলো

**মো. শাম্‌স রব্বানী**

জন্ম : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ সম্রাট আলী
হরিপুর-ঠাকুরগাঁও উপশাখা

**আলিয়ান আহমেদ তাসফিন**

জন্ম : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পিতা : আহমেদ হাসান তুষার
গুলশান শাখা

**মাকসুদা বিনতে ইমরান**

জন্ম : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পিতা : মোহাম্মদ ইমরান হোসেন
কারওয়ান বাজার শাখা

**ইসমাত জাহান ইনায়া**

জন্ম : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ ইরফানুল হাসান
মোহনগঞ্জ উপশাখা

**আইমান সামিয়া**

জন্ম : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩
মাতা : মোসাম্মত শীরিনা মেহফুজ
রামপুরা বউ বাজার উপশাখা

IFIC

আইএফআইসি

# ওয়ান স্টপ সার্ভিস

একই কাউন্টারে সব ব্যাংকিং সেবা

> নগদ ও চেক জমা > নগদ উত্তোলন
> একাউন্ট খোলা এবং একাউন্ট সংক্রান্ত সব ধরনের সেবা
> মেয়াদি আমানত > রেমিট্যান্স ও ফান্ড ট্রান্সফার
> হোম লোন ও অন্যান্য রিটেইল লোন
> ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড > মোবাইল ব্যাংকিং
> সঞ্চয়পত্র ইস্যু ও নগদায়ন > লকার সেবা

১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫ IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

IFIC

আইএফআইসি

# আমার বাড়ি

## ভালোবাসায় বসবাস

> দ্রুততম সময়ে ঝামেলাবিহীন লোন প্রদান
> সেমি-পাকা বাড়ি নির্মাণসহ শহর-গ্রাম সারা দেশে ঋণ সুবিধা
> যখন-তখন ইন্টারেস্ট রেট পরিবর্তনের আশঙ্কা নেই
> হোম লোন বিতরণে দেশে সবার শীর্ষে আইএফআইসি আমার বাড়ি

শাখা-উপশাখায়
দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি
আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

আমাদের কোথাও
কোনো এজেন্ট নেই

Published by :

IFIC Bank PLC
Head Office: IFIC Tower, 61 Purana Paltan
Dhaka 1000, Bangladesh
Hunting Number: 09666716250, Fax: 880-2-9554102
info@ificbankbd.com IFICBankPLC
www.ificbank.com.bd